POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (بقرة:186)

কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইরে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না। এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়ায়েছন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(বাকারা: ১৮৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 17

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 ই এপ্রিল, 2023 6 শওয়াল 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১২১৬) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি নবী (সা.) কে তিনি নামায রত অবস্থায় সালাম করতাম আর তিনি তার উত্তর দিতেন। আমরা যখন (ইথিওপিয়া হিজরত থেকে) ফিরে এলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। (পরে) তিনি বললেন- নামাযে এক প্রকার ব্যস্ততা থাকে।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর কোন কাজে আমাকে প্রেরণ করেন। আমি সেই কাজ শেষ করে ফিরে আসি। আমি নবী (সা.) এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না। আমার মনে যে ধারণার উদ্রেক হল তা আল্লাহ্ই উত্তম জানেন। আমি মনে মনে বললাম, আমি দেরি করে ফেলেছি, তাই হয়তো তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। এরপর আমি পুনরায় সালাম করলাম। তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না। আমার মনে আগের বারের থেকে বেশি আঘাত লাগল। আমি পুনরায় সালাম করলে তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, আমি নামায পড়ছিলাম, যা আমাকে উত্তর দিতে বাধা দিচ্ছিল।

ব্যাখ্যা: হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বলেন: কিছু কিছু ফিকাহবিদের নিকট মুখে 'আসসালামো আলাইকুম' উচ্চারণ না করে দোয়া হিসেবে মনে মনে সালামের উত্তর দিয়ে দেওয়া উচিত কিম্বা ইঙ্গিতে উত্তর দেওয়া উচিত। ইমাম বুখারী এই মতকে পূর্ণত খণ্ডন করেছেন। রেওয়াত নম্বর ১২১৬, ১২১৭ থেকে প্রকাশিত যে আঁ হযরত (সা.) নামায শেষ করে সালামের উত্তর দিয়েছেন। জমহুরেরও এই একই অবস্থান।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

জুমআর খুতবা, ১৭ ই মার্চ, ২০২৩
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

তিনি তাকে ততদিন মৃত্যু দিবেন না যতদিন পর্যন্ত না তার হাতে সেই দুটি কাজ পূর্ণতা পায় যার জন্য তার আগমণ হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

অবশ্যই মনে রেখো! খোদা তাঁর বান্দাকে কখনও বিনষ্ট করবেন না; তিনি তাকে ততদিন মৃত্যু দিবেন না যতদিন পর্যন্ত না তার হাতে সেই দুটি কাজ পূর্ণতা পায় যার জন্য তার আগমণ হয়েছে। কারো সঙ্গে কোন বিবাদ বা কারো কোন অভিশাপ তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

এই বিষয়টির প্রণোদনা এভাবে হয়েছে যে, কেউ বলল, এখন বিরুদ্ধবাদী মুলহিম সাহেব বলেন, এই জামাতের ধ্বংসের সময় এখন ঘনিয়ে এসেছে। كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا । অতঃপর তিনি (আ.) অত্যন্ত বেদনাতুর হৃদয়ে বলেছেন-

কাল (২২ শে জুন, ১৮৯৯) অনেকবার খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছে, এই মর্মে যে, তোমরা যদি মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে চল তবে খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমি কোন্ পন্থা অবলম্বন করব যাতে আমার জামাত সত্যিকারের তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জন করে- এই নিয়ে আমার হৃদয়ে প্রবল বেদনা সৃষ্টি হয়। আমি অনেক দোয়া করি, এতটাই যে দোয়া করতে করতে দুর্বলতা ছেয়ে যায়, অনেক সময় মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়, প্রাণ সংশয় পর্যন্ত দেখা দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জামাত খোদার দৃষ্টিতে মুত্তাকি হিসেবে গণ্য না হয়, ততক্ষণ তারা খোদার সাহায্য লাভ করতে পারে না। তওরাত ও ইঞ্জিল সহ সকল ঐশী গ্রন্থের শিক্ষার সারমর্মই হল তাকওয়া। কুরআন করীম একটি মাত্র শব্দ দ্বারা খোদা তা'লার এই মহা অভিপ্রায় ও ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে। তাছাড়া জামাতের সত্যিকার মুত্তাকি, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানকারী এবং খোদার পথে জগত থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারীদের পৃথক করে তাদেরকে কিছু ধর্মীয় কাজ সোপর্দ করার ভাবনাও আমার আছে। অতঃপর জগতের মোহে নিমজ্জিত এবং দিবারাত্রি জড় জগতের সন্ধানে ব্রতীদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করব না।

আহ! এখন তো খোদা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আপন পর সকলেই আমাকে অপদস্ত করতে উদ্যত। দিবারাত্রি আমার বিপদাপদের অপেক্ষায় বসে আছে। এখন যদি খোদা আমর সাহায্য না করেন তবে কোথায় ঠাঁই পাই?

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৬)

রোযার একটি আধ্যাত্মিক কল্যাণ এটাও যে, এর দ্বারা মানুষ খোদা তা'লার সঙ্গে সাদৃশ্য লাভ করে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

রোযার একটি আধ্যাত্মিক কল্যাণ এটাও যে, এর দ্বারা মানুষ খোদা তা'লার সঙ্গে সাদৃশ্য লাভ করে। খোদা তা'লার একটি গুণ হল তিনি নিদ্রা থেকে পবিত্র। মানুষ পুরোপুরি তো নিদ্রা ত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু সে নিজের নিদ্রার কিছুটা অংশ খোদার তা'লার জন্য অবশ্যই ত্যাগ করতে পারে। সেহরী খাওয়ার জন্য উঠে, তাহাজ্জুদ পড়ে, যে মহিলারা রোযা রাখে না, তারাও সেহরীর ব্যবস্থার জন্য জাগে, কিছু সময় দোয়া ও নামাযে ব্যয় হয়। এইরূপে রাত্রের খুব সময় ঘুমানোর জন্য পাওয়া যায়। ....অনুরূপভাবে খোদা তা'লা পানাহার থেকে মুক্ত। মানুষ সম্পূর্ণরূপে পানাহার ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু তবুও রমযানে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে এক প্রকার সাদৃশ্য অবশ্যই তৈরী করে নেয়। অনুরূপভাবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কেবল কল্যাণই প্রকাশ পায়, অনুরূপভাবে রোযার মাসে মানুষকেও বিশেষ করে পুণ্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরনিন্দা ও পরচর্চা এবং গালমন্দ ও নোংরা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে না, তার রোযা হয় না। অর্থাৎ মোমেনও চেষ্টা করে, তার থেকে যেন কেবল পুণ্যই প্রকাশ পায় আর পরনিন্দা ও বিবাদ এড়িয়ে চলার।

একবার আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হল যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে? আমি বুঝতে পারলাম যে, তৌফিক লাভের জন্য, যাতে এর দ্বারা রোযার তৌফিক লাভ হয়। খোদা তা'লাই তৌফিক দান করেন আর প্রত্যেকটি জিনিস খোদা তা'লার কাছেই যাচনা করা উচিত। খোদা সর্বশক্তিমান, তিনি চাইলে অসুস্থ ব্যক্তিকেও রোযা রাখার সামর্থ দান করতে পারেন। ফিদিয়া দানের উদ্দেশ্য সেই শক্তি ও সামর্থটুকু অর্জন করা। আর সেটা খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে লাভ হয়। অতএব, আমার নিকট এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ যেন এই দোয়া করে যে, হে খোদা! এটা তোমার আশিসময় মাস, এর থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি, জানি না আগামী বছর জীবিত থাকব কি না, কিম্বা এই পরিত্যক্ত রোযাগুলি পালন করতে পারব কি না। (এই অনুনয়ের পর) যদি সে খোদার কাছে তৌফিক চায়, তবে আমার বিশ্বাস, এমন হৃদয়কে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

খুশির ঈদ

-মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার কৃপায় একমাস রোযা রাখার পর আমরা ঈদের আনন্দ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। বিশ্ববাসীর মাঝে যে আনন্দ বার বার ফিরে আসে তাকেই ঈদ বলা হয়। ইসলাম ধর্ম বিকশিত হবার বহুপূর্ব থেকেই বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি ও ধর্মের অনুসারিরা নানা ভাব ও ভঙ্গিতে ঈদ পালন করতো। তবে ইসলাম ধর্মেই কেবলমাত্র ঈদকে সার্বজনীন ইবাদত রূপে রূপায়ন করা হয়েছে।

মুসলিম জাহান সিয়াম-সাধনা এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করে অতীতের ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলার অঙ্গীকারে প্রত্যয়ী হওয়ার এক সফল অনুষ্ঠান এ পবিত্র ঈদ। বর্তমান ঈদকে কেবল ধর্মীয় কিংবা সামাজিক উৎসব হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বরং ঈদ আজ সার্বজনীন আনন্দের নাম।

সামাজিক উৎসবগুলোয় আমরা যেমন আনন্দে মাতি, তেমনি প্রত্যেক ধর্মেই রয়েছে বিশেষ কিছু উৎসবমুখর দিন। সেই উৎসবগুলোও আমাদের আনন্দে ভাসায়। ব্যবধান ঘুচিয়ে এক করে। আমাদের বাংলাদেশেও রয়েছে নানা ধর্ম, গোত্রের মানুষের বাস। ঈদ, পূজা, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা, বৈসাবি, রাস পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ দিনে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। এসব ধর্মীয় উৎসব বৃহৎ অর্থে সামাজিক জীবনাচারেরই অনুষঙ্গ। এসব উৎসব উদযাপিত হয় সমাজের মধ্যেই। প্রতিটি উৎসব আমাদেরকে একতা, ঐক্য, বড় ও মহৎ হতে শেখায়। ঈদের আনন্দে দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের সাথে ভাগ করার মাঝেই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

ঈদ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ঈদুল ফিতরের এক খুতবায় বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়েছে কিন্তু তার অন্তরে ইসলামের জন্য দরদ সৃষ্টি হয় নি, সেক্ষেত্রে তার অন্তর মৃত। আর যে ঈদের নামায পড়ে নি এবং তার অন্তরে ইসলামের দরদও সৃষ্টি হয় নি, সে ব্যক্তির অন্তরও মৃত। তেমনি যে ব্যক্তি ঈদ উদ্‌যপান করলো না তার অন্তরও মৃত। প্রকৃত ঈদ সে ব্যক্তিরই হবে, যে স্ববিরোধী আবেগঅনুভূতি নিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন করে, তার অন্তর বিলাপ করে এবং তার বাহ্যিক অবস্থা ঈদ উদ্‌যাপন করে। ...আমাদের প্রকৃত ঈদ তখনই হাসিল হবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিস্তার লাভ করবে, যখন মসজিদ আল্লাহ্‌র স্মরণকারীতে ভরে যাবে এবং যখন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং কুরআন করীমের সত্যিকার শাসন দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছে যাবে। ...আমাদের সবচেয়ে বৃহৎ ঈদ তখনই হবে যখন ইসলাম পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে এবং দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উঠতে শুরু করবে।

(ঈদুল ফিতরের খুতবা, ৭ জুলাই, ১৯৪৮)

মুসলমানের জন্য ঈদ একটি মহা ইবাদতও। ঈদের ইবাদতে শরীয়ত নির্দেশিত কিছুবিধি-বিধান রয়েছে, যা পালনে সামাজিক জীবনে পারস্পরিক আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও বন্ধন সুসংহত হয়। ঈদুল ফিতরের শরীয়ত দিক হলো, ঈদের নামাজের পূর্বে রোযার ফিতরানা ও ফিদিয়া আদায় করা, ঈদ গাহে দু' রাকাত নামাজ আদায় করা, খুতবা শুনা এবং উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করা। ঈদে আমাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটে আর পরস্পরের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদি এমনটা হয় তাহলেই আমাদের এ ঈদ পালন ইবাদতে গণ্য হবে।

আল্লাহ্ তা'লার আদেশে এক মাস রোযা রাখার পর তার আদেশেই আমরা ঈদের আনন্দ উদ্‌যাপন করি। এক মাস রোযা আমরা আমাদের তাকওয়াকে ও ঈমানকে বাড়ানোর জন্য রেখেছি। আমরা রমযানের রোযা এজন্যই রেখেছি, যেন আল্লাহপাকের নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি। এক মাস পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঈদ উদ্‌যাপন করার। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা থেকে তিনি আমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় বিরত রেখেছিলেন আজ ঈদ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে তা করার অনুমতি দিয়েছেন। ঈদ উদ্‌যাপন মূলত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আর কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো-ধনীগরীব সবাই একত্রিত হয়ে ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করা। একমাস রোযা রাখার যে তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন এরই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দুই রাকাত নামাজ। তাই বলা যায়, ঈদ কেবল ভাল খাওয়ার বা ভাল পরার আর বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয় বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন।

আমরা যে ঈদ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমাদেরকে সর্বদা এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধুআনন্দ-ফুর্তিতে মেতে না থেকে আল্লাহ্‌পাকের ইবাদতের প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে। আমাদের চিন্তা চেতনায় যে বিষয়টি জাগ্রত রাখা উচিত, তাহল নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করা, আর এটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। এ শিক্ষাই আমাদেরকে রমযানের রোযা আর ঈদ দেয়। দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা যখন পুরোপুরি স্থায়ীভাবে আমাদের গরীব ভাইদের অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো তখনই এটা আমাদের প্রকৃত ঈদ উদ্‌যাপন হবে। আমাদের এতে খুশী হওয়াও উচিত নয় যে, ঈদের দিনে গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি বরং যাদের সামর্থ আছে তারা যেন তাদেরকে স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। ঈদের এই আনন্দ তখনই সার্বজনীন রূপ লাভ করতে পারে যখন সমাজ ও দেশের সবাই একত্রে আনন্দের ভাগী হব। আমাদের সন্তানদেরকেও ঈদের এ মাহেন্দ্রক্ষণে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দিতে হবে। ঈদের যে উপহার তাদেরকে দেয়া হয়, তা থেকে যেন তারা একটা অংশ গরীবদের জন্য পৃথক করে নেয়। তারা যেন শুধুনিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিই খেয়াল না রাখে, নিজেরাই যেন ভাল খাবার ইত্যাদি না খায় বরং গরীব, অসহায় যারা রয়েছে তাদের প্রতিও যেন খেয়াল রাখে। এ শিক্ষা আমাদের প্রত্যেক অভিভাবককে দিতে হবে।

ঈদ যেহেতুকৃতজ্ঞতারই অপর নাম, তাই আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাই, আল্লাহর কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে সাহাবিরা কতই না উন্নত মানে ছিলেন। হজরত আব্দুর রহমান বিন অউফ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন, আর তার ব্যবসা এত লাভজনক প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেই বলতেন, আমি যে বস্তুতেই হাত দিতাম আল্লাহ্ তা'লা তাতে এত বরকত রেখে দিতেন যা ছিল কল্পনাতীত। আমার স্পর্শে মাটি সোনা হয়ে যেত। তাকে আল্লাহ্ তা'লা অশেষ ধন ভাণ্ডার দিয়েছেন, কিন্তু সেই সম্পদ পাওয়ার পরও তার আচরণ কেমন ছিল? তা কি বস্তুবাদি মানুষের ন্যায় ছিল? একদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। ইফতারির সময় যখন তার জন্য খাবারের বিছানা বিছানো হয় তখন সেখানে বিভিন্ন প্রকার খাবার দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, আর ইসলামের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করেন যখন দিনের পর দিন মানুষকে অনাহারে কাটাতে হতো, তখন তার নিজের অবস্থাও তেমনই ছিল। সেই সমস্ত সাহাবিদের কোরবানির কথা তার স্মরণ হয়, যখন যুদ্ধের ময়দানে তারা শহীদ হতেন তখন তাদের জন্য পর্যাপ্ত কাফনও ছিল না। আর যে চাদর ছিল তা এত ছোট যে, মাথা ঢাকলে পায়ে কোন সতর থাকতো না আর পা ঢাকলে মাথা খোলা পড়ে থাকতো।

সাহাবিদের দৃষ্টান্ত ছিল এমনই। এখন আমাদের মাঝে কয়জন এমন আছি যারা সাচ্ছন্দ আসার পর নিজেদের পূর্বের সময়কে এভাবে সচেতনতার সাথে স্মরণ করি? কয়জন আছি যারা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে সাচ্ছন্দ লাভের পর সত্যিকার অর্থে তার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দিই এবং পূর্বের চেয়ে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করি? যদি আমাদের জীবনের মান উন্নত হওয়া, আর্থিক সচ্ছলতা আসা আমাদেরকে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা এবং তার প্রকৃত ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত না করে তাহলে আমাদের এই ঈদ উদ্‌যাপন করার কোন মূল্য নেই। সাহাবিরা এই পৃথিবীতেই থাকতেন, এই সমাজেই ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ ছিলেন সবার আগে, তাদের আচার আচরণে খোদা তা'লাই অগ্রাধিকার পেতেন। তাদের নামাযে, তাদের ইবাদতে বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করতো। পরের উপকারের বিষয়টা তারা প্রথমে মাথায় রাখতেন।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একদিকে যেমন ইসলামি ঐতিহ্যের জয়গান গেয়েছেন, অপর দিকে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। আবার ঈদের আনন্দকে সার্বজনীন হিসেবে তুলে ধরার জন্য লিখেছেন বেশ কিছু কবিতা। 'ঈদ মোবারক' কবিতায় তিনি তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে
গো কত বালুচরে কত আঁখি ধারা ঝরায়ে
গোবরষের পর আসিলে ঈদ!

ভূখারির দ্বারে সত্তগাত বয়ে রিজওয়ানের কন্টকবনে আশ্বাস এনে গুলবাগের...আজি ইসলামের ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান নাই বড়-ছোট -মানুষ এক সমান রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।

তিনি ইসলামী সাম্যবাদী চেতনাকে সর্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তার বিভিন্ন কবিতায়। তার 'নতুন চাঁদ' কবিতায়ও বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

সাম্যের রাহে আল্লাহরমুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের...রবে না ধর্ম জাতির ভেদ রবে না আত্ম-কলহ ক্লেদ।

এরপর 'কৃষকের ঈদ' পঙক্তিতে তিনি লিখেছেন– জীবনে যাদের হররোজ রোযা ক্ষুধায় আসে না নিদমুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ? ঈদকে নিয়ে কবি কায়কোবাদ 'ঈদ আবাহন' নামে একটি কবিতায় তার ঈদ অভিব্যক্তি এভাবে তুলে ধরেছেন-

'এই ঈদ বিধাতার কি যে শুভ উদ্দেশ্য মহান,হয় সিদ্ধ, বুঝে না তা স্বার্থপর মানব সন্তান।

এ ত নহে শুধুভবে আনন্দ উৎসব ধূলা খেলাএ শুধুজাতীয় পুণ্যমিলনের এক মহামেলা।'

ঈদের দিন যেভাবে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে যায়, এক কাতারে সবাই নামাজ আদায় করি, সবার সাথে হাসি মুখে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করি, ঠিক তেমনিভাবে সারাবছর একই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে আর বিভেদের সকল দেয়ালকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

কবি গোলাম মোস্তফা কতই চমৎকারভাবে তার এক কবিতায় বিষয়টি এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন-

'আজি সকল ধরা মাঝে বিরাট মানবতা মূর্তি লভিয়াছে হর্ষে,আজিকে প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগিয়েছে রাখিতে হবে সারা বর্ষে,

এই ঈদ হোক আজি সফল ধন্য নিখিলমানবের মিলন জন্য, শুভ যা জেগে থাক,অশুভ দূরে যাক খোদার শুভাশীষ স্পর্শে।'

হ্যাঁ, আমরা এমনই কামনা করি, ঈদ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমাদের মাঝ থেকে সকল প্রকার অশুভ দূর হয়ে যাক। সবার মাঝে ভ্রাতৃত্বের মেল বন্ধন রচিত হোক। আমাদের সবার স্লোগান হোক 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে'। সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা।

জুমআর খুতবা

যেভাবে কুরআন করীম সকল কিতাবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাও সব নবীর চাইতে বড়। পবিত্র কুরআন ব্যতীত ঐশী জ্যোতি লাভ করার আর কোনো মাধ্যম নেই। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যেন স্থায়ীভাবে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং কোনোকালেই যেন মিথ্যা, সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে কেয়ামত পর্যন্ত এই দুটি নিদর্শন দান করেছেন– কুরআনের ভাষাগত নিদর্শন এবং কুরআনের ভাষার প্রভাব বা কার্যকারিতার নিদর্শন।

(হযরত মসীহ মওউদ)

মহানবী (সা.) খাতামুন্ নবীঈন এবং পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব। এখন আর কোনো কলেমা অথবা আর কোনো নামায থাকতে পারে না। মহানবী (সা.) যা কিছু বলেছেন বা করে দেখিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা বাদ দিয়ে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যে এটিকে পরিত্যাগ করবে সে জাহান্নামে যাবে। এটি হলো আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস।"

(হযরত মসীহ মওউদ)

পবিত্র কুরআনের বিশেষত্ব হলো, এর মাঝে সমস্ত শব্দ এমন মতির ন্যায় গাঁথা হয়েছে এবং নিজ অবস্থানে রাখা হয়েছে যা এক স্থল থেকে উঠিয়ে অন্য স্থলে রাখা যায় না আর কোনোটাকে অন্য শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু এতদসত্ত্বেও এর ছন্দমিল এবং বাগ্মিতা এবং ভাষাশৈলীর সকল আবশ্যকীয় বিষয় এতে উপস্থিত।"

এই মুহূর্তে এমন কোনো ধর্ম নেই যার অনুসারীরা এই দাবী করতে পারে যে, তারা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে অথবা তাদের দ্বারা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয় তাই এ দিক দিয়ে পবিত্র কুরআনের মু'জিযা সকল ধর্মগ্রন্থের তুলনায় অধিক উন্নত।

এই গর্ব কেবল কুরআন শরীফের আছে। একদিকে এটি অন্যান্য মিথ্যা ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করে, তাদের ভুল শিক্ষা উন্মোচন করে আর পক্ষান্তরে আসল ও সত্য শিক্ষাও উপস্থাপন করে।"

"কুরআন করীম একটি সহজবোধ্য গ্রন্থ।"

কুরআন নিশ্চিত ও অকাট্য বাণী।

কুরআন করীমে বাহ্যিক ধারাবিন্যাস বজায় রাখা হয়েছে।

কুরআনকে অনুসরণের ফলে খোদা তা'লা লাভ হয়।

নিশ্চিত জেনে রেখো! কুরআন করীম এমন এক অস্ত্র যার সামনে কোনও মিথ্যা দাঁড়ানোর সাহস পায় না। কুরআন করীম মনিমাণিক্যের ভাণ্ডার, অথচ মানুষ এর থেকে উদাসীন। কুরআন শরীফের সামনে কোনও জাদু টিকতে পারে না।

কুরআন শরীফের মধ্যে সব কিছু নিহিত, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তদৃষ্টি লাভ হয় কিছুই অর্জিত হতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং পবিত্র কুরআনে সকল প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আপত্তি খণ্ডন করে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা যদি এমনটি করে থাকি তবে (আমরা) অপরাধী এবং আল্লাহ্‌র তা'লার দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবো। আমাদের বিরুদ্ধে যারা আপত্তি আরোপ করে তারা নিজেদেরকে খোদা তা'লার চেয়েও বড় মনে করে। আল্লাহ্ তা'লাআমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন না কিন্তু এসব লোক যারা বর্তমানে এ বিষয়ে হট্টোগোল করে থাকে তারা আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে চায়। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক আহমদীকে রক্ষা করুন এবং তাদের অনিষ্টে তাদেরকেই কবলিত করুন।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং বুর্কিনাফাসোর আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৭রা মার্চ, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (১৭আমান ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পবিত্র কুরআনের মাকাম, মর্যাদা ও সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে ধর্মের মর্যাদা কী এবং মানবীয় শক্তি বৃত্তির ওপর এর কী প্রভাব রয়েছে এবং হওয়া উচিত; এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"মানবীয় শক্তিবৃত্তির ওপর ধর্মের কী প্রভাব রয়েছে, ইঞ্জিল এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি, কেননা ইঞ্জিল প্রজ্ঞার রীতিনীতি থেকে দূরে, কিন্তু পবিত্র কুরআন সবিস্তারে বার বার এ বিষয়টির সমাধান তুলে ধরে যে, মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তিকে পরিবর্তন করা আর নেকড়েকে ছাগল বানিয়ে দেখানো– এটি ধর্মের উদ্দেশ্য নয়।" অর্থাৎ শক্তিমানকে একেবারেই দুর্বল করে দেখানো। "বরং ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো, যেসব শক্তিসামর্থ্য প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মাঝে নিহিত রয়েছে", যেসব কর্ম ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে; যা আল্লাহ্ তা'লা তাকে দিয়েছেন "

সেগুলোকে সঠিক সময়ে ও সঠিক স্থানে কাজে লাগানোর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া। কোনো প্রকৃতিগত শক্তিকে পরিবর্তন করার অধিকার ধর্মের নেই। তবে সেটিকে যথাযথ স্থানে ব্যবহার করার নির্দেশনা প্রদানের অধিকার রয়েছে আর কেবল একটি শক্তি,অর্থাৎ দয়া ও ক্ষমার ওপর যেন তা জোর না দেয়, বরং সকল শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যযেন নির্দেশ দেয়।" এটি যেন না বলে যে, শুধু দয়া করো, ক্ষমা করো, বরং প্রয়োজন সাপেক্ষে সেই অবস্থার নিরিখে যে বস্তুর প্রয়োজন তা ব্যবহার করার প্রতি গুরুত্বারোপ যেন করে। মূল উদ্দেশ্য হলো সংশোধন ও উন্নতি আর এ লক্ষ্য যেভাবে পূর্ণ হতে পারে সেভাবেই তা করার চেষ্টা করা উচিত। "কেননা মানবীয় শক্তিবৃত্তির মাঝে কোনো শক্তিই মন্দ নয়, বরং এর অতিরিক্ত ও অপ্রতুল ব্যবহার এবং অপব্যবহার (হলো) মন্দ। আর যে ব্যক্তি তিরস্কারের যোগ্য সে শুধুমাত্র প্রকৃতিগত শক্তিবৃত্তির কারণেই তিরস্কারের যোগ্য নয়, বরং এর অপব্যবহারের কারণে নিন্দনীয়।"

(খৃষ্টান সিরাজুদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৪১-৩৪২)

এর একটি ছোট্ট উদাহরণ হলো, দৈহিকভাবে শক্তিশালী একজন মানুষ যদি নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকে অথবা ক্ষমতাবান হওয়ায় অত্যাচার করতে থাকে, অন্যদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত না হয়, যথাস্থানে নিজ শক্তিরবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ না ঘটায়, বরং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং দাপট দেখানোই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এমন ব্যক্তি মন্দ আখ্যায়িত হবে।" তার শক্তিসামর্থ্যগুলো মন্দ নয় বরং সেগুলোর ব্যবহার মন্দ। তার কর্ম মন্দ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কুরআনের সত্যতা প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা করা–এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"মুসলমানরা কুরআনকে একেবারেই বুঝে না– একথা আসলেই সত্য। কিন্তু কুরআনের সঠিক মর্মার্থ প্রকাশ করাই এখন খোদার অভিপ্রায়। খোদা আমাকে এজন্যই প্রত্যাদিষ্ট করেছেন আর আমি তাঁর ওহী ও এলহামের আলোকে পবিত্র কুরআন অনুধাবন করি। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এমন যার ওপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। এছাড়া যৌক্তিক বিষয়াদিতে তা এতটাই সমৃদ্ধ যে, একজন দার্শনিকও আপত্তির সুযোগ পায় না।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৬৭)

এরপর কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) জামা'তকে উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করো, এতে সবকিছুই রয়েছে। (এতে) সকল পুণ্য ও মন্দকর্মের বিশদ বিবরণ রয়েছে এবং ভবিষ্যতের সংবাদ ইত্যাদিও বিদ্যমান। ভালোভাবে জেনে রাখো! এটি সেই ধর্ম উপস্থাপন করে যার প্রতি কোনো আপত্তি হতে পারে না, কেননা প্রয়োজনে সকল যুগে এর সতেজ কল্যাণরাজি ও ফলফলাদি সতেজ হয়। ইঞ্জিলে ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হয়নি। এর শিক্ষা সেই যুগের অবস্থাসম্মত হয়ত হবে কিন্তু তা আদৌ সকল যুগ এবং সর্বাবস্থার জন্য নয়। [যে যুগে হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন (ইঞ্জিল) সেই যুগের অবস্থা অনুযায়ী ছিল, কিন্তু এযুগের জন্য নয়।] এই গৌরব কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনেরই যে, আল্লাহ্ তা'লা এতে সকল ব্যাধির চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন এবং সকল শক্তিবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করেছেন। এছাড়া যেসব মন্দকর্মের উল্লেখ করেছেন তা দূর করার রীতিও বর্ণনা করেছেন। তাই পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকো এবং দোয়া করতে থাকো আর নিজের আচার আচরণকে এর শিক্ষাসম্মত রাখার চেষ্টা করো।"

(মালফুযাত,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, কুপ্রথা ও বিদাত পরিহার করা উত্তম। এর ফলে ধীরে ধীরে শরীয়তে হস্তক্ষেপ আরম্ভ হয়ে যায়। তাই উত্তম পন্থা হলো, এমন ওযিফার পেছনে যে সময় ব্যয় করার থাকে তা পবিত্র কুরআনে অভিনিবেশের পেছনে ব্যয় করো। [মানুষ লেখে যে, কোনো ওযিফা বা ছোট একটি বাক্য বলে দিন যাতে আমরা এর পেছনেই সময় ব্যয় করতে পারি। তিনি (আ.) বলেন, না; পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর অভিনিবেশে সময় ব্যয় করো। কিছু লোক কোনো কোনো ওযিফা পড়ার পেছনেই সময় ব্যয় করতে থাকে। যেসব ওযিফা ও যিকর করে তারকোনো অর্থও তাদের অনেকে জানে না অথচ মনে করে, এটিই তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম।] তিনি (আ.) বলেন, এর পরিবর্তে এ সময় পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ ও প্রনিধানে ব্যয় করলে তা-ই হবে অধিক উত্তম। এর মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করতে পারবে। (অ-আহমদী মুসলমানদের মাঝে এভাবে অনেক ধরনের বিদাতের প্রচলন হয়েছে, কিন্তু কোনো কোনো আহমদীও এর দ্বারা প্রভাবিত; তাই এ থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত এবং পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং তফসীর পড়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার অথবা কোথাও কোথাও বুধবার থেকে রমজান শুরু হতে যাচ্ছে, তাই এ রমজানে আমাদের বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পড়া, পড়ানো এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করা উচিত।]

তিনি (আ.) বলেন, "হৃদয়ে কঠোরতা থাকলে তা কোমল করার একমাত্র পদ্ধতি হলো, পবিত্র কুরআন বারংবার পড়া। যেখানে যেখানে দোয়ার উল্লেখ থাকে সেখানে মু'মিনের হৃদয়ও চায়, এই ঐশী কৃপা যেন আমিও প্রাপ্ত হই। পবিত্র কুরআনের উদাহরণ একটি বাগানের ন্যায়, একস্থান থেকে (মানুষ) এক ধরনের ফুল তোলে, এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে আরেক ধরনের ফুল তোলে। অতএব প্রত্যেকে স্থান থেকে অবস্থা অনুযায়ী লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যেন আদেশ-নিষেধকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে। এর ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। [অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা(যেন মানুষ) পালন করে এবং যেসব বিষয় বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখুন। এগুলোই ফুল যা এই বাগান থেকে মানুষ তুলে নেয়।]

তিনি (আ.) বলেন, "কেউ কেউ তো এতটা সীমা ছাড়িয়েছে যে, নিজেদের জ্ঞানের বড়াই করে পবিত্র কুরআনের কতিপয় সূরা সম্পর্কে (কেউ কেউ) বলে, অমুক পদ্ধতিতে পাঠ করলে কল্যাণ পাবে নতুবা পাবে না।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

[দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি (আ.) সূরা ইয়াসীনের উদাহরণ দিয়েছেন]। এ ধরনের কথা বলা তো খোদা হবার দাবি। অতএব এমন বিষয়াদি থেকে আমাদের বিশেষভাবে বিরত থাকা উচিত। কুরআনের প্রতি বিমুখতা দু'ভাবে প্রদর্শিত হতে পারে। একটি হলো, আক্ষরিক অর্থে বিমুখতা এবং দ্বিতীয়ত অর্থগত বিমুখতা; আর এর অর্থ কী? বিমুখতা অর্থ হলো, এর শিক্ষা পালন না করা। হয় আক্ষরিক অর্থে মানুষ তা পালন করে না অথবা অর্থগতভাবে পালন করে না।

এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের প্রতি বিমুখতা দু ভাবে হয়ে থাকে। একটি আক্ষরিক বা বাহ্যিক (বিমুখতা) এবং অপরটি অর্থগত (বিমুখতা)। আক্ষরিক বা বাহ্যিক অবস্থা হলো, খোদার বাণী কুরআন কখনো না পড়া। যেভাবে অধিকাংশ লোক মুসলমান অভিহিত হলেও পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্পর্কেও তারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। আর দ্বিতীয় দিকটি হলো অর্থগত। অর্থাৎ তিলাওয়াত করলেও এর কল্যাণ ও জ্যোতি এবং রহমতের প্রতি মানুষের ঈমান থাকে না। অতএব এই উভয় বিমুখতার মধ্য থেকে কোনো একটি বিমুখতা থাকলে তা থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, ইমাম জাফরের উক্তি রয়েছে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন তা কতটা সঠিক, (আর সেটি) হলো, আমি এত বেশি (আল্লাহ্র) বাণী কুরআন পাঠ করি যে, তখনই এলহাম হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি একথা বলেছেন কি বলেন নি তা জানা নেই, কিন্তু কথা যুক্তিসঙ্গত। কেননা এক প্রকার বস্তু অপর বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। বর্তমান যুগে মানুষ শত শত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ টীকাপাদটীকা যোগ করে রেখেছে। শিয়ারা পৃথক, সুন্নিরা পৃথক (ব্যাখ্যা করে)। তিনি (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার এক শিয়া আমার পিতাকে বলে, আমি একটি বাক্য বলে দিচ্ছি, সেটি পড়ে নিলে (বাহ্যিক) পবিত্রতা এবং ওজু ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন হবে না। শুধু সেই বাক্যটিই আপনার জন্য যথেষ্ট। সেটিই ওজু এবং পরিচ্ছন্ন তা (বলে গন্য) হবে। তিনি (আ.) বলেন, ইসলামে কুফর, বিদাত, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ইত্যাদির অনুপ্রবেশ এভাবেই ঘটেছে। যেমন এক ব্যক্তি বিশেষের কথাকে এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেমনটি খোদার কালাম কুরআনকে দেওয়া উচিত ছিল। এজন্যই সাহাবীরা হাদীসকে কুরআনের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের জ্ঞান করতেন। তিনি (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত উমর (রা.) কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে বলে, হাদীসে এটি লেখা আছে। অর্থাৎ একথা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপিত। এটিও মনে রাখা উচিত যে, হাদীস যদিও অনেক পরে একত্র করা হয়েছে তথাপি কখনো কখনো কোনো কোনো সাহাবী সেগুলো লিখেও রাখতেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এক বৃদ্ধার জন্য আমি আল্লাহ্র কিতাবকে পরিত্যাগ করতে পারি না।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৬-২৬৭)

এই রেওয়ায়েতটি এক মহিলার, সে একথা বলছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কালাম এর বিপরীত। আল্লাহ্ তা'লার কালাম যা বলে সেটিই প্রকৃত সত্য। অতএব এটিই সত্য আর একেই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। তা না হলে বিদাত ছড়াতে থাকবে আর এ কারণেই মুসলমানদের মাঝে বিদাত বিস্তার লাভ করছে আরপবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে (মানুষকে) দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ মুসলমানের মাঝেই এসব বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, যেমনটি এখনই আমি উদাহরণ দিয়েছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এক শিয়া আলেমের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতাকে এটি বলা যে, একটি বাক্য মাত্র, সেটি পড়ে নিবেন তাহলে ওজুরও প্রয়োজন নেই আর পবিত্রতারও প্রয়োজন নেই। সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশই অজ্ঞ। নামধারী আলেমরা তাদেরকে যেদিকে নিয়ে যায় তারা সেদিকেই ছুটে আর (এভাবে) বিদাত বিস্তার লাভ করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে করা হয় যে, আমরা নাকি পবিত্র কুরআনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করি!

মুসলমানদের উন্নতি পবিত্র কুরআনের সাথে শর্তযুক্ত- এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসারী ও পালনকারী না হবে তারা কোনো প্রকার উন্নতি করতে পারবে না। পবিত্র কুরআন থেকে তারা যতটা দূরে সরে যাচ্ছে উন্নতির বিভিন্ন স্তর ও পথ থেকেও তারা ততটাই দূরে সরে যাচ্ছে।পবিত্র কুরআনের অনুসরণই উন্নতি ও হেদায়েতের কারণ। আল্লাহ্ তা'লা ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিকাজ ও জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন হালাল পন্থা অবলম্বনে বারণ করেন নি। তবে হ্যাঁ, সেটিকেই মূল লক্ষ্য বানানো উচিত নয়, বরং সেটিকে ধর্মের সেবক হিসেবে রাখা উচিত। সম্পদ ধর্মের সেবক হবে- এটিই যাকাতের উদ্দেশ্য।"

(মালফুযাত, ৮মখণ্ড, পৃ: ২৯-৩০)

অতএব একজন মু'মিনের নিজ জীবনের লক্ষ্য শুধু পার্থিব আয়-উপার্জন নির্ধারণ করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত ইবাদতকারী হিসেবে জীবন কাটানো, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা- সেটির সন্ধানই আমাদের করা উচিত। যাকাত ও খোদা তা'লার পথে ব্যয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যেন সম্পদ শুধু নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য না হয়, বরং তা ধর্মের উন্নতি, আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দার অধিকার আদায়ের জন্যও ব্যয় করা হয়।

তিনি বলেন, কুরআন মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার আর মানুষ এ সম্পর্কে অনবহিত। তিনি বলেন, "পরিতাপের বিষয় হলো মানুষ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও তৎপরতার সাথে পবিত্র কুরআনের প্রতি অভিনিবেশ করে না। এক জগৎপূজারী স্বীয় জগতপূজা বা একজন কবি নিজ কবিতার প্রতি যতটা অভিনিবেশ করে কুরআন শরীফের প্রতি ততটা অভিনিবেশও করা হয় না। তিনি বলেন, বাটালায় একজন কবি ছিল। তার একটি কবিতার বই আছে। সে একটি পঙক্তি লিখে, এটি একটি ফারসী পংক্তি, ''صبا شرمندہ مے گردد بہ روئے گل نگہ کردن'' অর্থাৎ পূবালী বায়ু ফুলের চেহারায় দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তির সন্ধানে সে পুরো ছয় মাস হাবুডুবু খেতে থাকে। খুঁজতে থাকে ও ভাবতে থাকে। পরিশেষে একদিন এক কাপড় বিক্রেতার দোকানে সে কাপড় কিনতে যায়। বস্ত্র বিক্রেতা বেশ কিছু কাপড়ের থান বের করে কিন্তু তার কোনোটিই পছন্দ হয়নি। অবশেষে কোনোকিছু ক্রয় না করেই সে যখন ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দঁ াড়ায় তখন কাপড় বিক্রেতা দোকানদার অসন্তুষ্ট হয় যে, তুমি এতগুলো থান খুলতে বললে আর অযথা কষ্ট দিলো। এতে সে দ্বিতীয় পঙক্তি পেয়ে যায় এবং নিজের পঙক্তি সে এভাবে পূর্ণ করে যে, ''صبا شرمندہ مے گردد بروئے گل نگہ کردن کہ رخت غنچہ را وا کرد و نتوانست نہ کردن''

অর্থাৎ পূবালী বায়ু ফুলের চেহারার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত হয় যে, সে ফুলকলির আবরণকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে কিন্তু সেটিকে একত্রিত করতে পারেনি। তিনি বলেন, সেই কবি একটি পঙক্তির জন্য যতটা পরিশ্রম করেছে এখন মানুষ পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত বোঝার জন্যও ততটা পরিশ্রম করে না। তিনি বলেন, কুরআন মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার কিন্তু মানুষ সে সম্পর্কে উদাসীন। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৩-৩৪৪)

এরপর তিনি বলেন, "কুরআন শরীফে যে পরিমাণ গুঢ় রহস্য ও গভীর বিষয়াদি রয়েছে তওরাত ও ইঞ্জিলে তা কোথায়? এছাড়া কুরআন শরীফ সমস্ত বিষয় শুধু দাবির আকারেই বর্ণনা করে না যেমনটি তওরাত ও ইঞ্জীল কেবল দাবির পর দাবি করে থাকে, বরং কুরআন শরীফ প্রমাণিক বৈশিষ্ট্য রাখে, প্রমাণ উপস্থাপন করে। তা এরূপ কোনো বিষয় বর্ণনা করে না যার সাথে একটি শক্তিশালী ও দৃঢ় দলিল উপস্থাপন করেনি। কুরআন শরীফের বাগ্মিতা ও ভাষার অলংকার যেভাবে নিজের মাঝে এক আকর্ষণ রাখে, এর শিক্ষার মাঝে যেরূপ গ্রহণযোগ্যতা ও আকর্ষণ রয়েছে, তেমনই এর প্রমাণগুলোও প্রভাব বিস্তারী।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৩-২৪৪)

সুতরাং অন্য কোনো গ্রন্থ কুরআন করীমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এছাড়া তিনি এটিও বলেছেন যে, যেভাবে কুরআন করীম সকল কিতাবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেভাবেই মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাও সব নবীর চাইতে বড়।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ:২৪৪)

অতএব যখন কুরআন পড়বে এবং এতে কোনো বিষয় দেখবে তখন সেখানেই এর প্রমাণও সন্ধান করো। কোনো যাদুও পবিত্র কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে না- এই শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, আমরা এমন কুরআন শরীফ উপস্থাপন করি যার ভয়ে যাদু পলায়ন করে। এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো মিথ্যা ও যাদু দাঁড়াতেই পারে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের হাতে এমন কী আছে যা নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়? নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, পবিত্র কুরআন সেই মহান অস্ত্র যার সামনে কোনো মিথ্যার দাঁড়িয়ে থাকার সাহসই নেই। এ কারণেই মিথ্যার পূজারী আমাদের সামনে, আমাদের জামা'তের সামনে দাঁড়ায় না এবং আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এটি স্বর্গীয় অস্ত্র যা কখনো ভোঁতা হতে পারে না।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৭)

অতএব, এ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরা যেন পবিত্র কুরআনে গভীর অভিনিবেশ ও প্রণিধানের প্রতি অধিক মনোযোগী হই যাতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত অবস্থাও উন্নত করি এবং বিরুদ্ধবাদীদের (আপত্তির) খণ্ডনও করতে পারি।

পবিত্র কুরআনের অনুসরণে (অর্থাৎ কুরআন করিমের পূর্ণ আনুগত্য করা হলে) খোদা তা'লা লাভ হয়- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের রসূল কেবল একজনই এবং এই রসূলের প্রতি একমাত্র এই কুরআন শরীফই অবতীর্ণ হয়েছে যার অনুসরণে আমরা খোদাকে লাভ করতে পারি। আজকাল পির-ফকিরের উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ এবং গদিনশিনদের সাইফি তথা জপ-তপ (মন্ত্র বা অজিফাকে সাইফি বলে যা কারো ক্ষতিসাধনের জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত একাধারে পড়া হয়) মন্ত্র-তন্ত্র বা দোয়া এবং দরূদ ও অজিফা- এসব মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। অতএব তোমরা এগুলো পরিহার করে চলো। এরা মহানবী (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়া হওয়ার মোহরকে ভাঙতে চেয়েছে। বলতে গেলে তারা নিজেদের জন্য পৃথক এক শরীয়তই বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা স্মরণ রেখো, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনার অনুবর্তিতা এবং নামায-রোযা প্রভৃতি মাসনুন পন্থা (তথা সুন্নতী ব্যবস্থাপত্র) রয়েছে এগুলো ছাড়া খোদার কৃপা ও কল্যাণরাজির পথ উন্মুক্ত করার আর কোনো চাবিই নেই। সেই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট যে এসব পথকে পরিত্যাগ করে অন্য কোনো পন্থার উদ্ভাবন করে বা অবলম্বন করে। সে ব্যর্থ মরবে যে আল্লাহ্‌এবং তাঁর রসূল নির্দেশিত পথের অনুবর্তী না হয়ে অন্য পথ ও পন্থায় তা অন্বেষণ করে। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৫) (জাহাঙ্গীর উর্দু অভিধান, পৃ: ৯২৩)

পবিত্র কুরআনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য তিনি এটি বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন প্রত্যেক জাতির নবীর প্রতি ঈমান আনাকে আবশ্যক ঘোষণা দিয়েছে। যেমন তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন সেই সম্মানযোগ্য গ্রন্থ যা জাতিসমূহের মাঝে মীমাংসার ভীত রচনা করেছে এবং প্রত্যেক জাতির নবীকে স্বীকৃতি দিয়েছে আর সারা বিশ্বে এই গৌরব বিশেষভাবে কেবল পবিত্র কুরআনেরই যে কুরআন বিশ্বে র নবীদের সম্পর্কে আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ হে মুসলমানরা! তোমরা বলো, আমরা সারা বিশ্বে র সব নবীর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাদের মাঝে এমন কোনো বিভেদ করি না যে, কতিপয়কে স্বীকার করব আবার কতিপয়কে প্রত্যাখ্যান করব। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, যদি এমন কোনো শান্তিপূর্ণ গ্রন্থ থেকে থাকে তাহলে তার নাম উপস্থাপন করো। "

(পয়গামে সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৫৯)

পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পবিত্র কুরআনে বাহ্যিক ধারাবিন্যাস বজায় রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআন বাহ্যিক ক্রমবিন্যাসকে নিপুণভাবে বজায় রেখেছে। পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতার একটি বড় অংশ এরই সাথে সম্পৃক্ত। এর কারণ হলো, ক্রমবিন্যাস ঠিক রাখাও বাগ্মিতার অংশ, বরং উন্নত বাকশৈলী এটিই যাতে গভীর প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত থাকে। যে ব্যক্তির কথায় বা বচনে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না বা থাকলেও কম থাকে এমন ব্যক্তিকে আমরা কখনো বাগ্মী ও সুবক্তা বলতে পারি না। অর্থাৎ, সে-ই বাগ্মী যার বর্ণিত বিষয় স্থানকালের দাবি অনুসারে হয়ে থাকে এবং বিষয়টির সকল দিক ও আঙ্গিক পুরোপুরি আয়ত্ব করা হয় আর ফসীহ বা প্রাঞ্জল হয়ে থাকে অর্থাৎ এমন সুন্দর বাক্যমালা ব্যবহৃত হওয়া চাই যা সুন্দর অর্থও প্রদান করবে এবং বাক্যের ক্রমবিন্যাসও তাতে বজায় থাকবে। তিনি (আ.) বলেন, এমন ব্যক্তিকে আমরা কখনোই বাগ্মী ও সুবক্তা বলতে পারি না, বরং কোনো ব্যক্তি যদি বাক্যবিন্যাসের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতা দেখায় তবে এরূপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে উন্মাদ ও পাগল। কেননা যার বক্তৃতা গোছালো নয়, তার হুঁশ-জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গুলো অকেজো। (যদি কথা গোছালো না হয়, সেগুলোতে যদি বিন্যাস ও বন্ধন না থাকে, তবে এর অর্থ হলো সেই ব্যক্তি পাগল, উন্মাদ) সেক্ষেত্রে খোদার সেই পবিত্র বাণী যা বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার দাবি করে সকল প্রকার সত্যের প্রতি আহ্বান জানায়, এরূপ নিদর্শনমূলক বাণীর মাঝে প্রাঞ্জলতার এই আবশ্যকীয় গুণের ঘাটতি থাকবে এবং তা সুবিন্যস্ত হবে না- এটি কীভাবে সম্ভব? "

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪৫৬-৪৫৭)

অতএব পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং বাকশৈলী ও প্রাঞ্জলতায় সমৃদ্ধ। এটি সম্ভবই নয় যে, এর মাঝে বাক্যবিন্যাস থাকবে না, যেমনটি কতিপয় আপত্তিকারী আপত্তি উত্থাপন করে থাকে।পবিত্র কুরআনের দুটি মু'জেযা বা অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআন ব্যতীত ঐশী জ্যোতি লাভ করার আর কোনো মাধ্যম নেই। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যেন স্থায়ীভাবে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং কোনোকালেই যেন মিথ্যা, সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে কেয়ামত পর্যন্ত এই দুটি নিদর্শন দান করেছেন- কুরআনের

ভাষাগত নিদর্শন এবং কুরআনের ভাষার প্রভাব বা কার্যকারিতার নিদর্শন। (অর্থাৎ একটি হলো কুরআনের ভাষার নিদর্শন এবং আরেকটি হলো এই পবিত্র বাণীর প্রভাবের নিদর্শ ন) যেগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম থেকেই মিথ্যা বা অসার ধর্মগুলো ব্যর্থ হয়ে আসছে। যদি কুরআনের শুধু ভাষাগত নিদর্শন রয়ে যেতোএবং কুরআনের কার্যকারিতার নিদর্শন না থাকতো তবে ঐশী কৃপাধন্য উম্মতে মুহাম্মদীয়ার পবিত্র লক্ষণ ও ঈমানের জ্যোতির ক্ষেত্রে কি-ইবা শ্রেষ্ঠত্ব থাকতো? কেননা নিছক সাধনা ও পাপবর্জন করে চলা নিদর্শনের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯২-২৯৩-এর টিকা)

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা যদি প্রকৃত অর্থে আত্মস্থ করা হয় তাহলে এর পবিত্র প্রভাবও সৃষ্টি হয়।

আবার পবিত্র কুরআন অনুসরণ করলে এই পৃথিবীতেই মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়- এই বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন যা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের ভিত্তি, তা এমন এক গ্রন্থ যার অনুবর্তিতার ফলে এই পৃথিবীতেই মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে যায়। এটি সেই গ্রন্থ যা দুর্বল লোকদেরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ- উভয় দিক থেকেই পরিপূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে দেয় এবং সন্দেহ ও সংশয়ের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দান করে। (ত্রুটিপূর্ণ আত্মা বলতে সেসব মানুষকে বোঝায় যাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। পবিত্র কুরআন কেবল তাদের দুর্বলতাকে দূরই করে না, বরং তাদেরকে উন্নত মানেও উপনীত করে।) বাহ্যিকভাবে (কুরআন এই কাজ) এভাবে করে যে, এর কথা সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সত্যের এমন এক সমাহার যে, পৃথিবীতে যত প্রকার এমন সন্দেহ-সংশয় রয়েছে যা খোদা পর্যন্ত পৌঁছনোর পথে অন্তরায়, যেগুলোতে নিপতিত হয়ে শত শত ভ্রান্ত দলের সৃষ্টি হচ্ছে এবং শত শত ধরনের ভ্রান্ত ধ্যানধারণা পথভ্রষ্ট মানুষদের মনে বাসা বাঁধছে- এই সবকিছুর খণ্ডন এতে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিদ্যমান। (পবিত্র কুরআন এত সুস্পষ্টভাবে যুক্তিপ্রমাণ ও সত্যসমূহ বর্ণনা করে যে, যত সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেগুলোকে দূর করে। তবে শর্ত হলো, সেগুলো বুঝতে হবে; আর বুঝতে হলে যাকে বোঝানোর জন্য পাঠানো হয়েছে তাঁর বাণী দ্বারা উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।) তিনি (আ.) বলেন, আর যেসব সত্য ও পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষার জ্যোতি বর্তমান যুগের অমানিশা দূর করার জন্য প্রয়োজন সেগুলো সবই এতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। " বর্তমান যুগেও যেসব অমানিশা বিস্তার লাভ করছে, যেমন- ধর্ম-বিমুখতা, অশ্লীলতা, বৃথা কার্য কলাপ কিংবা খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যাওয়া- এ যাবতীয় অমানিশা দূর করার জন্য এবং আলো লাভ করার জন্য পবিত্র কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো, এতে এই সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, সেগুলো সবই এতে সূর্যের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে। (এগুলো কুরআনে সূর্যের মতো দেদীপ্যমান রয়েছে।) আর সকল আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা এর মাঝে নিহিত এবং সকল গূঢ়তত্ত্বের বর্ণনায় এটি পরিপূর্ণ এবং ঐশী জ্ঞানের এমন কোনো সূক্ষ্ম দিক বাকি নেই যা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হতে পারে অথচ এই গ্রন্থে তার উল্লেখ নেই। আর অভ্যন্তরীণভাবে এভাবে এর পূর্ণ অনুসরণ (শর্ত হলো, এ গ্রন্থের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে) আত্মাকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করে দেয় যে, মানুষ অভ্যন্তরীণ সকল পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে মহান আল্লাহ্‌র সাথে একটি বন্ধন রচিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং গ্রহণীয়তার জ্যোতি তার মাঝে বিকশিত হতে আরম্ভ করে আর ঐশী সাহায্য তাকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করে ফেলে যে, যখন সে কোনো বিপদের সময় দোয়া করে তখন পরম দয়া ও স্নেহের সাথে মহাসম্মানিত খোদা এর উত্তর দেন। আর অনেক সময় এমন অবস্থারও অবতারণা হয় যে, সে যদি নিজের সমস্যায় জর্জরিত ও দুঃখের পাহাড় মাথায় নিয়ে হাজার বারও দোয়া করে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও হাজার বারই পরম প্রাঞ্জল, প্রশান্তিদায়ক ও আশিসময় বাক্যে ভালোবাসাসিক্ত উত্তর লাভ করে এবং ঐশী বাণী বারিধারার ন্যায় তার প্রতি বর্ষিত হতে থাকে আর সে নিজ হৃদয়ে খোদাপ্রেম এমন কানায় কানায় পূর্ণ অনুভব করে যেমনটি একটি অতি স্বচ্ছ কাঁচ কোনো অতি উচ্চ মানের আতর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং ভালোবাসা ও আকর্ষণের এমন পবিত্র স্বাদ তাকে দান করা হয় যা তার প্রবৃত্তির কঠিনতর শেকলকে ভেঙে ধুম্রদুষিত গোলক থেকে বের করে অর্থাৎ এ পৃথিবীর এই নোংরা বাতাস বা দূষিত হাওয়া ও ধোঁয়া থেকে বের করে প্রকৃত প্রেমাস্পদের সুশীতল ও আরামদায়ক বাতাস বা পরিবেশে তাকে সদাসর্বদা সতেজ জীবন দান করতে থাকে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড,,পৃ: ৩৪৫-৩৪৯, উপটীকা নম্বর-২)

পবিত্র কুরআন অকাট্য ও অবিসংবাদিত গ্রন্থ- এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন: "পবিত্র কুরআন যা আল্লাহ্‌র কিতাব, এর তুলনায় অন্য কোনো অকাট্য ও সুনিশ্চিত ঐশী গ্রন্থ আমাদের নিকট নেই, এটি খোদার বাণী, এটি সব ধরনের সন্দেহ এবং অনুমানের দুষণ হতে মুক্ত।"

(রিভিউ, মুবাহাসা বাটালবী ও চাকডালবী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২০৯)

পবিত্র কুরআন বিশ্বের সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে এসেছে- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,খোদা তা'লা প্রথমে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কর্মপন্থা তথা সংবিধান প্রেরণ করেন। এরপর তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি যেমন একক সত্তা, সেভাবে সব জাতিও যেন এক জাতিতে পরিণত হয়। তখন তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কুরআনকে প্রেরণ করেন এবং এই সংবাদ দেন, এমন এক যুগ আসন্ন যখন খোদা সকল জাতিকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করবেন এবং সকল দেশকে এক দেশে রূপান্তরিত করবেন আর সকল ভাষাকে এক ভাষা বানিয়ে দিবেন। "

(নাসীমে দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪২৮)

লোকেরা প্রশ্ন তোলে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত কেন এল? এর কারণ হলো, সে সময় পর্যন্ত তাদের বুদ্ধি ও বোধশক্তি এবং উপায়-উপকরণ ততটাই ছিল অর্থাৎ সেযুগের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ববর্তী যুগে পৃথক পৃথক শিক্ষা পাঠিয়েছেন। এখন এমন এক যুগ এসে গেছে যখন সকল জাতি একীভূত হতে পারে। তাই পরিপূর্ণ শরীয়ত বা জীবন-বিধানরূপে পবিত্র কুরআন আমাদের জন্য আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন। সকল দেশকে তিনি এক দেশে পরিণত করবেন আর সকল ভাষাকে এক ভাষায় পরিণত করবেন। বর্তমানে বিশ্বপল্লী বা 'গ্লোবাল ভিলেজ' একটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বিশ্ব এখন এক হয়ে গিয়েছে এবং বিশ্ব এখন এক শহরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। পবিত্র কুরআনই সেই বাণী যা বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও আর যে দেশেই মুসলমানরা বসবাস করুক না কেন, সেখানে এই পবিত্র কুরআন আরবী ভাষাতেই পাঠ করে এবং একইভাবে পাঁচবেলার নামাযেও এর ব্যবহার করা হয়।

পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ ও নবীদের প্রতি পবিত্র কুরআনের অনুগ্রহ রয়েছে- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী সব ঐশী কিতাব এবং পূর্ব বর্তী নবীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে, কেননা তাদের যে শিক্ষাগুলো কল্পকাহিনী আকারে ছিল সেগুলোকে জ্ঞানের রূপ দিয়েছে। আমি সত্য সত্য বলছি, কোনো ব্যক্তি ঐসব কিচ্ছা-কাহিনী দ্বারা মুক্তি পেতে পারে না যতক্ষণ পর্য ন্ত সে পবিত্র কুরআন না পড়বে কেননা এটি পবিত্র কুরআনেরই মহিমা যে, إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ । কুরআন হল মুহাইমেন, নূর, শেফা এবং রহমত। যারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং একে কল্পকাহিনী মনে করে, তারা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন পড়েই নি বরং এর অবমাননা করেছে। আমাদের বিরোধীরা বিরোধিতায় এতটা ক্ষুরধার হয়েছে কেবল এ কারণে যে, আমরা পবিত্র কুরআনকে খোদা তা'লার উক্তি অনুসারে, সাক্ষাৎ নূর, হিকমত এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণ করতে চাই আর তারা পবিত্র কুরআনকে একটি সাধারণ গল্পকাহিনীর ঊর্ধ্বে গুরুত্ব দিতে চায় না- এটি আমরা সহ্য করতে পারি না। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন একটি জীবিত এবং আলোকিত কিতাব। তাই আমরা তাদের বিরোধিতার পরোয়া কেন করব?"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৫)

পবিত্র কুরআনের মর্যাদার বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের মর্যাদার বড় বড় প্রমাণাদির মাঝে এটিও একটি যে, এর মাঝে মহান জ্ঞান বিদ্যমান যা তওরাত এবং ইঞ্জিলের মাঝে অন্বেষণ করাই বৃথা। এসব জ্ঞান সেখানে পাওয়া যাবে না। আর একজন ছোট বা বড় মর্যাদার ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী এর থেকে অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের জ্ঞান থেকে অংশ লাভ করতে পারে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮১)

অতএব, এর অর্থ এবং বিষয়বস্তু (বা উদ্দেশ্যের) প্রতি সবার গভীর অভিনিবেশ করার অভ্যাস সৃষ্টি করা প্রয়োজন; যেন খোদা তা'লার বাণীর সৌন্দর্যের বিষয়ে আমরা অবগত হই। পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধের বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আদেশ-নিষেধ এবং ঐশী শিক্ষার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে আর বিভিন্ন বিধিবিধানের কয়েক'শ শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করা হয়েছে।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, তিলাওয়াত করার সময় সেগুলো অন্বেষণ করা আবশ্যক এরপর সেগুলোকে জীবনের অংশ বানানো উচিত, তখনই আমরা খোদা তা'লার বাণী থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবো।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন, স্মরণ থাকে যে! পবিত্র কুরআন সেই সুনিশ্চিত ঐশীবাণী যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে একটি বিন্দু বিসর্গও প্রবেশ করে নি এবং এটি নিজ বাক্যাবলী আর অর্থের সাথে খোদা তা'লারই বাণী এবং মুসলমানদের কোনো ফির্কার এটি স্বীকার করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এর একেকটি আয়াত উন্নত পর্যায়ের ক্রমবিন্যাস সমৃদ্ধ এবং তা 'ওহীয়ে মাতলু' অর্থাৎ এমন ওহী যা বার বার পঠনীয়, যার প্রত্যেকটি অক্ষর গণনাকৃত। এটি নিদর্শন হওয়ার নিরিখে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে সুরক্ষিত।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৪)

এর বিন্যাস এমন যে, এটিও একটি মু'জিযা অর্থাৎ এটি পরিবর্তন হতেই পরে না। (কীভাবে বলা যেতে পারে যে, পবিত্র কুরআনে পরিবর্তন সাধন করা

হয়েছে? যদি এমনটি করা হয় তাহলে এটি তো প্রকৃত অবস্থায় থাকবে না আর মূল বিষয়বস্তুও বজায় থাকতে পারে না।) এরপর পবিত্র কুরআনের শব্দের গভীরতা এবং বিষয়বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও গুঢ় রহস্য এবং সত্য প্রজ্ঞা যুগের আবশ্যকতা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা যে যুগে আছি আর দাজ্জালী শক্তির বিপরীতে যে ফুরকানী (তথা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী) তত্ত্বজ্ঞান আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে, সেই প্রয়োজনীয়তা তাদের ছিল না যারা দাজ্জালী ফির্কার যুগ পায় নি। সুতরাং সেই বিষয়সমূহ তাদের নিকট লুক্কায়িত ছিল আর আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৫১)

সময়-সুযোগ, স্থান এবং যুগের নিরিখে তা থেকে বিভিন্ন বিষয় উন্মুক্ত হতে থাকে। সেই যুগে তা প্র য়োজন ছিল না। সেই যুগে যেসব তফসীর লিখা হয়েছে তা সেই যুগের অবস্থার নিরিখে ছিল আর আজ যা হচ্ছে তা বর্তমান যুগের অবস্থানুযায়ী হচ্ছে। এবং এই সবকিছু পবিত্র কুরআন থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়, এটি থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একই শব্দাবলীতে মনোনিবেশ করলে তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়। কাজেই, এমন কিতাবই কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে পারে অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে শব্দাবলী থেকে মর্ম উন্মোচিত হতে থাকবে। পুনরায় পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য বর্ণনা করে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন অভ্যন্তরীণ তত্ত্বকথা, যার অস্তিত্ব সহীহ্ হাদীস এবং স্পষ্ট আয়াত থেকে প্রমাণিত; তা কখনো অযথা প্রকাশ পায় না বরং পবিত্র কুরআনের এই মু'জিযা এমন সময়ে স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করে যখন এই ঐশী মু'জিযা প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়। "

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৫)

তত্ত্বজ্ঞানও অর্জিত হয় এবং সহীহ্ হাদীসসমূহ থেকেও তা বের করা যায় এবং স্পষ্ট আয়াতও এর প্রমাণ বহণ করে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে সবকিছু উল্লেখ আছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছুই লাভ হতে পারে না। শর্ত হলো অন্তর্দৃষ্টি। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নকারী যখন এক বছর থেকে উন্নতি করে পরবর্তী বছরে পদার্পণ করে তখন সে তার বিগত বছরকে এমন মনে করে যেন সে মক্তবের এক শিশু ছিল। কেননা এটি খোদা তা'লার বাণী আর এর উন্ন তিও এভাবেই হয়। (এমন নয় যে, আমরা একবার পাঠ করলাম আর এর সকল জ্ঞান অর্জিত হয়ে গেল বরং এক বছর মনোনিবেশ করার পর যখন পরবর্তী বছরে পা রেখে দ্বিতীয়বার মনোনিবেশ শুরু করে তখন বুঝতে পারে পূর্বে যা আমি পাঠ করে এসেছি তা তো কিছুই ছিল না সেগুলো তো শিশুসুলভ কথাবার্তা ছিল। সেগুলো প্রাথমিক বিষয়বস্তু ছিল যা আমি বুঝে ছিলাম। মাত্র এখন আমি প্রকৃত পর্যায়ে পৌঁছেছি আর এভাবে প্রতি বছর উন্নতি করতে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, যারা পবিত্র কুরআনকে 'যুল ওজুহ্' (অর্থাৎ বহুমুখী অর্থ রাখে) বলে আমি তাদের পছন্দ করি না। তারা পবিত্র কুরআনের সম্মান করে নাই। পবিত্র কুরআনকে 'যুল মাআরেফ' বলা উচিত, তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ বলা উচিত। অগণিত তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে। এক একটি স্থান থেকে কয়েকটি তত্ত্ব উৎসারিত হয়। একটি গূঢ়কথা অপরটির বিপরীত হয় না, তা খণ্ডনকারী হয় না, সেটিকে প্রত্যাখ্যানকারী হয় না। তবে বদমেজাজী, বিদ্বেষপরায়ণ এবং রাগী স্বভাবের লোকের সাথে পবিত্র কুরআনের কোনো সম্পর্ক নাই আর এমন ব্যক্তিদের নিকট পবিত্র কুরআনের রহস্যাবলী উন্মোচিত হয় না। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২১)

এটি গভীরভাবে অভিনিবেশকারীদের কাছে, পবিত্র লোক, আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আশ্রয়গ্রহণকারী লোক, তাঁর কাছে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রার্থনাকারীদের নিকটই এর প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে সকল সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের সমাহার এবং সকল যুগের বিদা'তের মোকাবিলা করে থাকে। এই অধমের বক্ষ এর চাক্ষুস প্রজ্ঞা ও আশিসে পরিপূর্ণ। {বর্তমান যুগে, আমাদের যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ই এর সত্য ওতত্ত্বজ্ঞান আমাদের নিকট উন্মোচন করেছেন এবং তাঁর (আ.) রচনাবলীর মাধ্যমে এর অধিক ব্যাখ্যা সামনে আসে। এগুলো যদি বুঝে পাঠ করা হয় তবে পবিত্র কুরআনের গুণাবলীর, শিক্ষার, তত্ত্বের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পায়।} তিনি (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে আমাদের মঙ্গল, জ্ঞানের উন্নতি এবং আমাদের স্থায়ী বিজয়সমূহের জন্য আমাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে। এর নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যাবলী অনন্ত যা আত্মশুদ্ধি এবং আলোকিত চিন্তাধারার মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা যখনই কোনো জাতির সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়েছেন, সেই জাতির ওপর আমরা কুরআনের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছি। এটি যেভাবে একজন নিরক্ষর গ্রাম্য ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করে তেমনিভাবে একজন যুক্তিবাদী দার্শনিককে প্রশান্তি দান করে। তা কেবল একটি গোষ্ঠির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে আর অন্য গোষ্ঠি এ থেকে বঞ্চিত থাকবে– এমন নয়। নিঃসন্দেহে এতে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক যুগ এবং প্রত্যেক প্রকৃতির মানুষের জন্য চিকিৎসা নিহিত রয়েছে। যেসব মানুষ সৃষ্টিগত দিক থেকে উল্টো আর অপূর্ণ স্বভাবের নয় তারা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। অর্থাৎ যারা নিজের সৃষ্টির (উদ্দেশ্য) বুঝে না এমন নির্বোধ লোক অথবা যারা উন্নতির পরিবর্তে অবনতির দিকে ধাবিত হয় এমন লোক, আধ্যাত্মিকভাবে কম বুদ্ধি রাখে এমন মানুষকে কুরআন কোনো কল্যাণ দান করে না। কিন্তু তারা যদি এরূপ না হয় তাহলে তাদের জন্য (কুরআনের) মাহাত্ম্যের প্র তি ঈমান আনা আবশ্যক এবং তারা ঈমান এনে থাকে আর এর জ্যোতি থেকে তারা উপকৃত হয়।"

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪খণ্ড, পৃ: ১১০)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমাকে বলা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন, সমস্ত সত্য পথের দিশার মধ্য হতে শুধু কুরআনের হিদায়াতই শুদ্ধতার পরম মার্গে অধিষ্ঠিত এবং মানবীয় মিশ্রণ থেকে মুক্ত।"

(আরবাঈন নম্বর-১, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৩৪৫)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের বিশ্বাস হলো, বিজ্ঞান যত বেশি উন্নতি করবে এবং ব্যবহারিক রূপ ধারণ করবে পৃথিবীর বুকে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বও তত বেশি প্রতিষ্ঠা পাবে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৭)

কাজেই আমাদের যারা জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ে গবেষণা করে তাদেরও উচিত পবিত্র কুরআন থেকে সাহায্য নেয়া আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেকেই এমন রয়েছে যার ানিয়ে থাকে। অনেকেই প্রবন্ধ লিখেও থাকে। এতে লুক্কায়িত জ্ঞান উন্মোচন করে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা উচিত।

ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেবও সর্বদা এই নীতির ওপরই কাজ করেছেন।তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, " নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন সীমাহীন তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং প্রত্যেক যুগের প্রকৃত চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করে থাকে।"

(ইযালায়ে আওহাম-১ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬১)

তিনি (আ.) বলেন, "যে তত্ত্ব; সত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রজ্ঞা এবং প্রাঞ্জলতা পবিত্র কুরআনে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীনরূপে বিদ্যমান এই মহান মর্যাদা অন্য কোনো কিতাব তথা ধর্মগ্রন্থের নেই। "

(তৌজিহ মারাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ:৮৬)

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনকে কল্যাণ বা খায়ের আখ্যা দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন, وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا {অর্থাৎ আর যাকে (এই কুরআনের) প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে অনেক অনেক কল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে। (সূরা আল্ বাকারা: ২৭০)} অতএব পবিত্র কুরআন তত্ত্ব ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পদের ভাণ্ডার। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের তত্ত্বভাণ্ডার ও এতে বিধৃত জ্ঞানের নামও সম্পদ রেখেছেন। জাগতিক কল্যাণও এরই সাথে এসে থাকে।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৮)

পুনরায় তিনি (আ.) একটি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, "নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না সে অবশেষে মারা পড়বে আর অবশ্যই মারা পড়বে। আল্লাহ্ যে কারণে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শেষ কিতাব পবিত্র কুরআন যে কারণে অবতীর্ণ করেছেন তার কারণ হলো, বিশ্ববাসী যেন এই বিষে ধ্বংস না হয়; বরং যেন এর বিভিন্ন (ক্ষতিকর) প্রভাব সম্পর্কে অবগত হয়ে রক্ষা পায়।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮৫)

কাজেই প্রত্যেক আহমদীর এটিও কাজ যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে নিজের জীবনকে গড়ার চেষ্টা করার পাশাপাশি জগদ্বাসীকেও এই শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ধ্বংসের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) খাতামুন্ নবীঈন এবং পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব। এখন আর কোনো কলেমা অথবা আর কোনো নামায থাকতে পারে না। মহানবী (সা.) যা কিছু বলেছেন বা করে দেখিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা বাদ দিয়ে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যে এটিকে পরিত্যাগ করবে সে জাহান্নামে যাবে। এটি হলো আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৫২)

যিনি এরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন তিনি কীভাবে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করার অপরাধে অপরাধী হতে পারেন? হায়! সাধারণ মুসলমানরাও যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারত এবং দুষ্কৃতকারী আলেম সমাজের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে যুগ ইমামকে চিনতে পারত!

তিনি (আ.) আরো বলেন, "সত্যনীতি শনাক্তকরণের নিশ্চিত, পরিপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম এবং সেসব বিশ্বাস যার নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর আমাদের পরিত্রাণ নিহিত তা কেবল পবিত্র কুরআন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৭)

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ আমরাই এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণ করব। অর্থাৎ কুরআনের অর্থে যখন ভুলভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করবে তখন সংশোধনের জন্য আমাদের প্রত্যাদিষ্ট আসবে আর তাঁর এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা যুগের প্রত্যাদিষ্ট ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে পাঠিয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার এই উক্তিটি নিয়ে একটু চিন্তা করো এবং দেখো! যুগের অবস্থা কী? বিধর্মীরা তোমাদেরকে ধরে ধরে ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, দাজ্জালষড়যন্ত্র করছে কিন্তু তোমরা আগত মসীহ্ ও মাহদীকে দাজ্জাল আখ্যা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মুসলিম বিশ্বকে দূরে রাখার চেষ্টা করছ। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা আমার সম্পর্কে চিন্তা করো না এবং ভেবো না যে, আমি এসে গেছি আর এই এই দাবি করেছি। যুগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করো। শতাব্দীর সূচনা, বাহিরের আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখে নিজেই চিন্তা ও প্রণিধান করো যে, এ যুগে কি দাজ্জাল আসার প্রয়োজন নাকি মাহদী ও মসীহ্র আগমন প্রয়োজন? তিনি (আ.) বলেন, বিদ্বেষ একটি ভয়াবহ রোগ। বিদ্বেষীরা কখনো কোনো রসূলকে মান্য করে নি।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৩০)

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিবেক দিন এবং তারা যেন এটি বুঝেন। পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্য ন্ত দুটি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। একটি যৌক্তিক দিক এবং অপরটি এলহামী সাক্ষ্য। এই দু টি বিষয় পবিত্র কুরআনে দুটি সুন্দর-স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহমান যা একে অপরের সমান্তরাল চলে এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে।" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮১) অর্থাৎ সমানতালে প্রবাহিত হচ্ছে, একটি অপরটির সমান্তরালে চলছে আর উভয়েই একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।

তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল পশুকে মানুষ বানানো এবং মানুষকে চরিত্রবান মানুষ বানানো আর চরিত্রবান মানুষকে খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিণত করা।"

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১০, পৃ: ৩২৯)

আরবদের মাঝে আমরা এই লক্ষ্য পূর্ণ হতে এবং পরম মাত্রায় পূর্ণ হতে দেখি। আমাকে একজন ইহুদী নিজে একথা বলেছে যে, (কয়েক বছর পূর্বের কথা এটি) আমি মুসলমান নই কিন্তু মহানবী (সা.)-কে আমি অবশ্যই রসূ ল হিসাবে মান্য করি। এর কারণ হলো, সে যুগে আরবের মরুবাসীদের যে অবস্থা ছিল আর যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাদের মাঝে সাধিত হয়েছে তা একজন রসূলের পক্ষেই সম্ভব, কোনো সাধারণ মানুষ এটি করতে পারে না। তিনিই করতে পারতেন যিনি ঐশী সমর্থনপুষ্ট।

তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন দেখে আমি বিস্মিত হই, সেই নিরক্ষর রসূল কেবল কিতাব ও প্রজ্ঞাই শেখান নি বরং আত্মশুদ্ধি লাভের উপায় শিখিয়েছেন, এমনকি আইয়্যাদাহুম বিরূহিম মিনহ্, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে সাহায্য করে এ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। দেখো এবং গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখো! কুরআন সকল শ্রেণির সন্ধানীকে তার লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং সততা ও সত্যের পিপাসার্তকে পরিতৃপ্ত করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২২)

তিনি (আ.) বলেন, "ঐশী এলহাম দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য এসে থাকলেও পবিত্র কুরআন সেই সুমহান বিশ্বাসের ভিত রচনা করেছে, যার কোনো তুলনাই হয় না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন ১ম খণ্ড, পৃ: ৮০)

জামা'তের সদস্যদের কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, {বয়আতের শর্তাবলীর মাঝেও তিনি (আ.) এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, বয়আতের ষষ্ঠ শর্ত হলো,} সামাজিক কদাচার পরিহার করবে, কুপ্র বৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলো আনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৪)

কিন্তু অসাধু আলেম সম্প্রদায় যারা কাণ্ডজ্ঞানহীন, তাদের দৃষ্টিতে এরপরও আমরা নাকি পবিত্র কুরআনে পরিবর্তনপরিবর্ধনকারী।

তিনি (আ.) বলেন, ঐশী কালাম কুরআনের কোনো আয়াতকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা আর বাক্য বানানোর অধিকার রাখি না। (পবিত্র কুরআনে) আমরা কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধ ন করতে পারি না, এতে কম বা বেশি করতে পারি না আর কোনো ধরণের বাক্য বানানোরও আমাদের অনুমতি নেই। এটি হয়ত করা যেতে পারতো যদি মহানবী (সা.) এমনটি করতেন। হ্যাঁ! মহানবী (সা.) এমনটি করেছেন তা যদি প্রমাণ হয় তাহলে ঠিক আছে, আমাদেরকে দেখাও। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এমনটি প্রমানিত না হবেততক্ষণ পর্য ন্ত আমরা কুরআনের ধারাবিন্যাসকে কোনোভাবে নষ্ট করতে পারি না আর এতে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো বাক্যও যুক্ত করতে পারি না। যদি আমরা এমনটি করিতাহলে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে আমরা দোষী এবং শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবো।"

(ইতমামে হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৯১)

তিনি (আ.) বলেন, এমনটি হওয়া যদি সম্ভবপরই না হয় তাহলে আমাদেরকে অপরাধী বলছো কেন? কিন্তু আমরা যদি এমনটি করে থাকি তাহলে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবো। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং পবিত্র কুরআনে সকল প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আপত্তি খণ্ডন করে ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা যদি এমনটি করে থাকি তবে (আমরা) অপরাধী এবং আল্লাহ্র তা'লার দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবো। আমাদের বিরুদ্ধে যারা আপত্তি আরোপ করে তারা নিজেদেরকে খোদা তা'লার চেয়েও বড় মনে করে। আল্লাহ্ তা'লাআমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন না কিন্তু এসব লোক যারা বর্তমানে এ বিষয়ে হট্টোগোল করে থাকে তারা আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে চায়। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক আহমদীকে রক্ষা করুন এবং তাদের অনিষ্টে তাদেরকেই কবলিত করুন।

সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন অনুধাবন করার এবং এর অনুশাসন মেনে চলার তৌফিক দান করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য এবং পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থি তির জন্য দোয়া করুন। বুরকিনা ফাসোর আহমদীদের জন্য এবং দেশের সার্বিক অবস্থার (উন্নতির) জন্য দোয়া করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও সুরক্ষা করুন। আজও সেখানে মৌলভীদের গণ্ডগোল করার কথা ছিল। পাকিস্তান, পৃথিবীর সবগুলো দেশ যেখানে আহমদী রয়েছে তাদের জন্য দোয়া করুন। যেমনটি আমি বলেছি, রমজান মাসও আগত প্রায়, এতে পবিত্র কুরআন পড়ার ও অনুধাবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পাশাপাশি দোয়া করার প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন এবং রমজানের কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য দিন।

****

নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

(তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।" (খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর কানাডা সফর (২০১৬)

২৪ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ-প্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে মিসিসাগার মেয়র মিঃ বনি ক্রম্বি কানাডার পিস ভিলেজস্থ মসজিদ 'বায়তুল ইসলাম'-এ আগমন করেন। সাক্ষাতকালে মেয়র মহোদয় হুযূর (আই.)-কে কানাডায় স্বাগত জানান এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ কানাডাকে যেরূপ সার্থকভাবে সেবা দান করে চলছে, সেটার প্রশংসা করেন। এ ছাড়াও মিসিসাগার স্থানীয় খাদ্যভান্ডারগুলোয় বিশাল অনুদান দেওয়া সহ আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডায় যেসব দাতব্য সেবা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেজন্যেও তিনি হুযূর (আই.)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মিসিসাগায় যুব-কর্মসংস্থানের অভাবের আধিক্যের কথা জানতে পেরে হুযূর (আই.) বলেন যে, যুবকদের দক্ষতা-বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্যে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, সেটা উন্নত করা জরুরী। তিনি বলেন যে, যুবকদের বেকারত্ব হচ্ছে দেশের নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। কারণ আর্থিক অভাব-অনটন হচ্ছে অপরাধ ও মৌলবাদের সহায়ক একটি অবস্থা।

মেয়র মহোদয় হুযূর (আই.)-এর কাছে তার সাম্প্রতিক-সফরের বিষয়ে জানতে চাইলে হুযূর (আই.) জানান যে, বিগত ৩ মাসে তিনি যুক্তরাজ্য ও জার্মানীর জলসা সালানায় উপস্থিত ছিলেন, আর অতিসম্প্রতি মিসিসাগার আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪০তম, জলসা সালনায় উপস্থিত হন।

(১৩) ২৮ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার টরন্টোস্থ ইয়র্ক-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবদি, সংবাদ-মাধ্যমের কর্মী এবং চিন্তাবিদগণ সহ ১৮০ জনেরও অধিক শ্রোতার সামনে এক ঐতিহাসিক-বক্তব্য প্রদান করেন। ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ-সাজেসে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'ন্যায়হীন এক বিশ্বে ন্যায়বিচার'। হুযূর (আই.) তার বক্তব্যে বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সংঘাত এবং আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন-বিপদ সম্পর্কে কথা বলেন। বক্তৃতায় হুযূর (আই.) বলেন যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তা যখন এর প্রায়োগিক ও বৈজ্ঞানিক-উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন একই সাথে কখনো এটা মন্দ এবং ধ্বংস করার শক্তি হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ

"উন্নত প্রায়োগিক-বিদ্যার এ সক্ষমতাও আছে যে, একটি বোতামে টিপ দিলেই এটা অনেক দেশকে মানচিত্র থেকে নিমেষে মুছে ফেলতে পারে। আমি সেসব অস্ত্রের উন্নয়নের কথা বলছি, যেগুলোর ব্যবহার দ্বারা আতঙ্ক-জনিত কম্পন ও উৎসন্ন সাধন করা যায়। আজকাল এমন সব অস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে, যেগুলো কেবল আজকের সভ্যতাকেই ধ্বংস করতে সক্ষম নয়, বরং আগামী কয়েক প্রজন্মের দুর্দশা সাধনে সক্ষম"। সাম্প্রতিক সময়ের বৈশ্বিক-উত্তেজনার উদ্ধৃতি দিয়ে হুযূর (আই.) বলেন যে, একজন মুসলমান-নেতা হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যে এটা এক দুঃখের কারণ যে, বিশ্বে আজ যে সংঘাত ও সন্ত্রাসবাদ বিদ্যমান, সেটার সাথে ইসলামকে অংশীদার করা হচ্ছে। এরপর হুযূর (আই.) ইসলামের প্রাথমিক- উৎস পবিত্র কুরআন এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সা.) এর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলাম হিংস্রতা, চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদে উৎসাহিত করার ভ্রান্ত-ধারনার অপনোদন করেন। পবিত্র নবী (সা.) এর প্রসিদ্ধ একটি হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে যে, অপরের জন্যে কোন মানুষের এমনটাই আশা করা উচিত, যা সে নিজের জন্যে আশা করে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ

"মৌখিকভাবে এমনটি ঘোষণা করা খবই সহজ যে, 'হ্যাঁ, অন্যদের জন্যে আমরা উত্তম কিছুকরি', তবে বাস্তবে এমনটি করা খুবই কষ্টকর ও দুঃসাধ্য। স্বার্থের সংঘাত যেখানেই আছে, সেখানে অধিকাংশ লোকই অন্যদের অধিকারের ওপরে ও উর্ধ্বে তাদের নিজেদের সুবিধারই প্রাধান্য দিতে আগ্রহী হয়"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৪, আয়াত নং ৫৯ এর উদ্ধৃতি দেন, যেটা মুসলমানদেরকে সেসব লোকের কাছে তাদের জিম্মাদারী অর্পণের নির্দেশ দান করেছে, যারা সেগুলোর হক্‌দার। জিম্মাদারী অর্পনের উদাহরণ হিসেবে হুযূর (আই.) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন এবং বলেন ঃ "নির্বাচন কিংবা মনোনীত করণের ক্ষেত্রে কারো উচিত নয় যে, সে তার মিত্র অথবা দলের কোন সদস্যকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দেবে, বরং তার এ বিষয়টিরই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত যে, নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে সবার চাইতে যোগ্য ও মানানসই ব্যক্তিটি কে, সেটি বিবেচনা করা। তারপর, যারা নির্বাচিত হবে এবং সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পাবে, তাদের উচিত সাধুতা, নিষ্ঠা এবং ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে তাদের দায়িত্বাবলী পালন করা। এ শিক্ষাটিই হচ্ছে গণতন্ত্রের আদর্শ, যা ইসলাম সমর্থন করে।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ " কোন প্রতিনিধি নির্বাচনে কিংবা কোন নীতি-নির্ধারণে কেবল দল কিংবা ব্যক্তিগত-সম্পর্ককে প্রাধান্য না দিয়ে এটাই হওয়া উচিত ভোটদানের মূল-নীতি"।

হুযূর (আই.) বলেন যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্বল-দেশগুলো যেহেতুপ্রায়শঃই শক্তিশালী দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে, সেহেতুশক্তিশালী দেশগুলোর উচিত, তাদের ওপর যে আস্থা অর্পণ করা হয়েছে, সেগুলো পূরণ করা। এ বিষয়ে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "জাতিসংঘে এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, কতিপয় সেসব দেশ, যারা ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার করে, অথবা নিরাপত্তাপরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে কেবল নিজেদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই ভেটো প্রয়োগ করে, যখন সেটা অধিকাংশ দেশের স্বার্থের বিরোধী হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সব সদস্যেরই উচিত, একত্রে কাজ করে তাদের অঙ্গীকার পালন করা, যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর তা হচ্ছে 'বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা"।

হুযূর (আই.) বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, স্বার্থ-চিন্তাই হচ্ছে জাতিসংঘের শক্তিশালী সদস্যদের চরিত্রের উৎকর্ষ-নির্দেশক ছাপ। তিনি বলেন যে, নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী-সদস্যদের ভেটো প্রয়োগের যে ক্ষমতা, সেটা সন্দেহাতীতভাবে পক্ষপাত-দুষ্ট একটি বিষয়।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বৈদেশিক-নীতিতে বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ২০০৩ সনে সংঘটিত ইরাক-যুদ্ধটি হচ্ছে এর এক

'প্রকৃষ্ট উদাহরণ', যার মধ্যে যুদ্ধটির সমর্থনকারীদের অনেকে, যারা প্রথম দিকে এটাকে সমর্থন করেছিল, এখন এটাকে 'এক গুরুতর-অন্যায় হয়েছে'-বলে স্বীকার করছে। এসব ত্রুটির পরিমাণ উল্লেখ করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ ধরণের অবিচার বিশ্ব-শান্তির ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়েছে এবং 'দায়েশ'এর মত সন্ত্রাসী দলগুলোর সৃষ্টি ও বৃদ্ধিদানে সহায়তা করেছে। এসব দল এখন কেবল মুসলিম-বিশ্বের জন্যেই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যেই হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে"।

হুযূর (আই.) বলেন, এমনটি মনে হয়না যে, বিশ্বের বৃহৎ-শক্তিগুলো অতীত থেকে কিছু শিখেছে। আর এ প্রসঙ্গে তিনি অস্ত্র-ব্যবসার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আর্থিক কারণকে কী ভাবেই না নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "বেশ কিছুসংখ্যক পশ্চিমা-দেশ সৌদি-আরবে তাদের অস্ত্র বিক্রী করছে, যেগুলো দিয়ে ইয়েমেনের মানুষদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। মুসলিম কোন দেশেরই বৃহদাকারে অস্ত্র তৈরীর এমন কোন কারখানা নেই, যেগুলো বিশাল পরিমাণে মারণাস্ত্র প্রস্তুত করতে পারে, আর এভাবেই তাদের অস্ত্র-প্রাপ্তির প্রধান উৎসই হচ্ছে পশ্চিমা-বিশ্ব"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন ঃ

"পশ্চিমা লেখক-বৃন্দ এবং টীকাকার-বৃন্দও আন্তর্জাতিক অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ভন্ডামি ও অনৈতিকতার কথা বলেছেন, তথাপি এ ধরণের অস্ত্র-বিক্রীর কথা যখন বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সরকারগণ সে প্রশ্নটিকে হয় অগ্রাহ্য করে, নয়তো বা যেটা প্রকাশ্যভাবেই অযৌক্তিক, সেটাকে যৌক্তিক বলে চালিয়ে দেয়। যে বিষয়ে তারা উদ্বিগ্ন থাকে, তা হচ্ছে তাদের চেকগুলো যেন ছাড় পায়, যাতেকরে তাদের নিজস্ব জাতীয়-বাজেটে লক্ষকোটি ডলার যুক্ত হয়"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ " সংক্ষেপে, অর্থই কথা বলে, আর নৈতিকতা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এমন এক পরিবেশে পৃথিবীতে শান্তি কিভাবে লাভ হতে পারে"? ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামী-আদর্শের উদ্ধৃতি দিয়ে হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৪ আয়াত নং ১৩৬ এর উল্লেখ করে বলেন যে, মুসলমানদের উচিত, সত্য ও ন্যায়বিচারকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রয়োজনে নিজেদের এবং তাদের প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে হলেও সাক্ষ্যপ্রদান করা। হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৫, আয়াত নং-৯ এর উদ্ধৃতি দান করেন, যাতে বর্ণিত আছে-'মানুষের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ

(এরপর ১১ পাতায়...)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২২

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্রের মুবাল্লিগদের সঙ্গে সাক্ষাত

হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগদের সংখ্যা জানতে চাওয়া হলে মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব উত্তরে বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জামাতে ৪০জন মুবাল্লিগ নিয়োজিত আছেন। দুইজন মুবাল্লিগ অফিসে রয়েছেন আর কয়েকজন অন্যান্য কিছু দেশে রয়েছেন যেদেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে রয়েছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার দোয়ার মাধ্যমে মিটিং আরম্ভ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে মুবাল্লিগদের সংখ্যা বিগত দশ বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, আজ থেকে দশ বছর পূর্বে এখানে কতগুলি বয়আত হত? মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, দশ বছর আগে বয়আতের গতি যথেষ্ট দ্রুত ছিল; প্রতি বছর প্রায় ২০০টি বয়আত হয়ে যেত। কিন্তু এখন এই গতি হ্রাস পেয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দশ বছর পূর্বে ২০০টি করে বয়আত হত আর মুরুব্বীদের সংখ্যা ছিল ২০ জন। এখন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মুরুব্বীদের সংখ্যা ৪০জন আর গত বছর কেবল ৬৫টি বয়আত হয়েছে।

মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, কোভিডের কারণে কাজ মন্থর গতিতে এগিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কোভিড শেষ হওয়া এক বছর হয়েছে। এখন তো কোনও অজুহাত হওয়া উচিত নয়। আর এমনিতেও কোভিড তিন বছর থেকে চলছে। আপনাকে ভিন্ন পন্থা অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন-দশ বছর পূর্বে জামাতের মোট সদস্য সংখ্যা কত ছিল আর এখন কত? মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আহমদীদের সংখ্যা প্রায় ২২ হাজার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন ২২ হাজার হলে দশ বছর পূর্বে নিশ্চয় ৫ হাজার ছিল। ২০১২ সালে আমি যখন এসেছিলাম, সেই সময় জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় হাজার ছিল। বাইরে থেকেও মানু এসেছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন- বিভিন্ন জামাতে সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। মুরুব্বীদের কাজ তাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে চলা। তাদেরকেও তবলীগের দিকে নিয়ে আসা, তারাও যেন তবলীগি পরিকল্পনায় অংশ নেয়। এখন তো কোভিডের কোনও অজুহাত থাকল না। এখন কাউকে কোভিড হলেও তারা বলে, তিন দিন পর চলে আসুন, কিছু হবে না।

এখন আর অজুহাত থাকা উচিত নয়। বিগত তিন বছর থেকে কোভিড চলছিল। এখন প্রতি বছর ৫জন করে মুবাল্লিগ যোগ দিলেও তিন বছর পূর্বে আপনাদের কাছে পঁচিশজন মুবাল্লিগ ছিলেন। ২৫জন মুবাল্লিগ থাকা সত্ত্বেও তত সংখ্যক বয়আত হচ্ছিল না যতটা আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে হত।

মুবাল্লিগদের কাছে কিছুটা জবাবদিহি নিন, তাদের তবলীগি ও তরবীয়তি পরিকল্পনার কথা জানতে চান। তবলীগ ও তরবীয়তের লক্ষ্য কি তা জানতে চান। তাদের জামাতগুলিকে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে? কিভাবে তাদের সম্মুখীন হতে হবে এবং সেগুলি সঠিকভাবে ট্যাকল করার পন্থা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রতি মাসে মিটিং করুন। অন-লাইন মিটিং করুন। প্রত্যেক মুবাল্লিগের কাছে জানতে চান যে তাদের লক্ষ্যমাত্রা কি আর কতটা অর্জন করতে পেরেছেন।

শামসাদ নাসের সাহেবের কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান, 'আপনি আপনার বয়আতের জন্য কি লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন?' মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, 'লক্ষ্য এখন স্থির করি নি।'

হুযুর আনোয়ার বলেন, '৭২ বছর বয়স হল। এখন না করলে আর কবে করবেন?'

এরপর হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে ফারাসাত আহমদ সাহেব বলেন, তার উপর দুটি জামাতের উপর দায়িত্ব রয়েছে, যার মধ্যে একটির তাজনীদ ২৩৫ এবং অপরটির ২১২।

এরপর জাহির আহমদ বাজওয়া সাহেব বলেন, তার অধীনে দুটি জামাত ছিল, ডালাস এবং ফোর্ট ওয়ার্থ। কিন্তু এখন তিনি হিউস্টন যাচ্ছেন।

তিনি হুযুরকে জানান যে, ডালাসের জামাতের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচশ আর ফোর্ট ওয়ার্থ জামাতের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশ। ডালাসে প্রায় সকলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। অপরদিকে ফোর্ট ওয়ার্থ জামাতে পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান, কতজনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল? কেবল সালাম পর্যন্তই না কি তাদেরকে নামায, তরবীয়ত, কুরআন তিলাওয়াত এবং খুতবা ইত্যাদি বিষয়ের জন্যও বলতেন? এর কি পরিণাম ছিল? আপনি কি তাদেরকে কোনও তবলীগি পরিকল্পনা দিয়েছিলেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'যেখানে যেখানে মুবাল্লিগ থাকেন, সেখানে কি দায়ী ইলাল্লাহ্‌র জন্য যথারীতি কোনও টিম গঠন করা হয়েছে? হাত তুলুন যাদের জামাতে যথারীতি দায়ী ইলাল্লাহ্‌র টিম গঠন করা হয়েছে এবং তা কাজ করছে।

কিছু কিছু মুবাল্লিগ হাত তোলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রায় অর্ধেক জায়গায় টিম তৈরী হয়ে আছে। বাকি জায়গাগুলিতেও দায়ী ইলাল্লাহ্‌র টিম গঠন করা উচিত। আপনি নিজে কতটা কাজ করবেন? মানুষকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে বলেন, আপনাকে এক হাজার বয়আতে টার্গেট দিয়েছি। আপনি কি মুরুব্বীদের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছেন? মুরুব্বীদেরকে কি তাদের জামাতের টার্গেট বলে দিয়েছেন?

মুবাল্লিগ সাহেব হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গত বছর তাদের ৬৫টি বয়আত হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার ধারণা ১৬৫টি বয়আত ছিল।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান, যে বয়আতগুলি হয় তা কিসের মাধ্যমে হয়? দায়ী ইলাল্লাহ্‌র মাধ্যমে না কি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে? বিয়ে করানোর জন্য হয় না কি মুরুব্বীদের মাধ্যমে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, বয়আতগুলি যেভাবেই হোক, সেগুলিকে আগলে রাখা মুরুব্বীদেরই কাজ। যদি দূরবর্তী এলাকা হয়, মুরুব্বী সর্বত্র পৌছতে না পারে, সেক্ষেত্রে মুরুব্বীদের একটি দল থাকা দরকার যারা নওমোবাঈনদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। এছাড়াও সেক্রেটারী তরবীয়ত (নওমোবাঈন) এবং সদর জামাতকেও একটু সক্রিয় করুন এবং নওমোবাঈনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে সমস্ত মুরব্বীদের ধারণা, এটা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়, তাই সদর জামাত এবং তরবীয়ত সেক্রেটারী নিজেরাই কাজ করবে, এই কাজে আমাদের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত হবে- তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, তরবীয়্যত এবং তবলীগের তদারকি আপনাদেরকে করতে হবে। আপনাদেরকেই তাদেরকে পরিচালনা করতে হবে। যেখানে তরবীয়ত ও তবলীগের প্রসঙ্গ আসে, আপনাদেরকে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হবে। আর্থিক বিষয়াদির কথা ছেড়ে দিলাম, এক্ষেত্রে আপনারা হস্তক্ষেপ করবেন না। কিম্বা অন্যান্য কিছু বিভাগের আপনারা হস্তক্ষেপ করবেন না। তবে যদি কেউ পরামর্শ চাই সেটা ভিন্ন বিষয়, অন্যথায় নয়। কিন্তু তবলীগ ও তরবীয়তের বিষয়ে অবশ্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই কাজের জন্যই মুরুব্বীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। আপনাদেরকে তরবীয়ত ও তবলীগের বিষয়টির প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই অনুসারে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী করুন।

আপনারা নিজেরা সক্রিয় হয়ে উঠলে সদর সাহেব বুঝতে পারবেন যে মুরুব্বী সাহেব নিজের কাজ জানেন।

হুযুর আনোয়ার মুরুব্বীদেরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন- আপনারা যখন নিজের সেন্টারে থাকেন তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সেন্টার খোলা রাখবেন। মসজিদ থাকলে মসজিদ খুলে রাখুন। লোকেরা যেন জানে যে মুরুব্বী সাহেব আছেন।

দ্বিতীয় বিষয় হল, নিজেদের ইবাদতের মানোন্নয়ন করুন, দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন, তাহাজ্জুদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিন। নফলের প্রতি মনোযোগ দিন। কুরআন করীমের তফসীর অধ্যয়নের প্রতি বেশি মনোযোগ দিন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক অধ্যয়নের প্রতি মনোযোদ দিন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীর মনোযোগসহকারে পড়লে আপনাদের জ্ঞান ভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ হতে পারে। এর দ্বারা আপনাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হবে এবং বিষয়গুলি ভালভাবে বুঝতে পারবেন। এছাড়াও অন্যান্য বইগুলিও বিস্তারিত পড়ুন, নিজেদের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মান বৃদ্ধি করুন। জামাতের ব্যবস্থাপনার উপর এরই প্রভাব পড়বে। তাদের উপর প্রভাব পড়লে অনেক অভিযোগ অনুযোগ নিজে থেকেই দূর হয়ে যাবে। তারা জানবে যে, তাদের মুরুব্বী সাহেবের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লারও সম্পর্ক রয়েছে আর তাদের সঙ্গেও সহানুভুতিপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। লোকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তৈরী হলে ব্যবস্থাপনা নিজে থেকেই ভাল হয়ে যায়। এর অধিক ছোটখাট বিষয় মাতামাতি না করে- সদর অমুক কথা বলেছেন, সেক্রেটারী অমুক কথা বলেছেন, অমুক কাজ থেকে বাধা দিয়েছেন- আপনাদের নিজেদের কাজ করতে হবে এবং করে যেতে হবে। আপনাকে কেউ রুখতে পারবে না, নিজে থেকেই রাস্তা বের করতে হবে। এছাড়া সব অজুহাত সব- অমুকে কাজ করতে বাধা দিয়েছে। যারা কাজ করার তারা সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়েও কাজ করে এবং ভাল কাজ করে।

কিছু কিছু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় থাকে। আপনাদের কাজ হল কাজ করে যাওয়া। ব্যবস্থাপনা কিছু করতে দিচ্ছে না- এমন অজুহাত দেওয়া অন্যায়। আপনাদের কাজের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার

এরপর ১২ পাতায়..

করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে প্ররোচিত না করে। সর্বদা ন্যায়পরায়ণ হও, সেটাই সততার অধিক নিকটবর্তী। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

বলেন ঃ "এটাই হচ্ছে ন্যায়বিচারের সেই উন্নতমান, যা ইসলাম সমর্থন করে। আর তাই আজকের মুসলিম-সরকাররা যদি এ শিক্ষার অনুসরণ না করে, তবে এটা তাদের ত্রুটি। অতএব, তাদের অপকর্মের জন্যে ইসলামের ওপর দোষারোপ করাটা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচার"।

উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "আমাদের সময়ে আমরা যদি সত্যিকারভাবেই শান্তি চাই, তবে আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে হবে। সমতা ও নিরপেক্ষতাকে আমাদের অবশ্যই মূল্যায়ণ করতে হবে। ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) কত সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করে গেছেন–'নিজদের জন্যে আমরা যা ভালবাসি, অপরের জন্যেও সেটাকে ভালবাসতে হবে। নিজদের অধিকার সম্পর্কে আমরা যতখানি সজাগ, অপরের অধিকার সম্পর্কেও আমাদেরকে ততটাই সজাগ থাকতে হবে'। আমাদের যুগে এগুলোই হচ্ছে শান্তির উপায়"।ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর মিঃ গ্রেগ সর্বারা এবং ওন্টারিও-র গবেষণা, প্রবর্তন ও বিজ্ঞান মন্ত্রী মিঃ রেজা মরিদি এ অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। হুযূর (আই.) কর্তৃক মূল-বক্তব্য প্রদানের পূর্বে মিঃ সর্বারা এবং মিঃ মরিদি, উভয়েই হুযূর (আই.)কে ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে স্বাগত জানান, যখন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা-র আমীর জনাব মালীক লাল খানও এক স্বাগত-ভাষণ দান করেন।

ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির চান্সেলর মিঃ গ্রেগ সর্বারা বলেন ঃ "অন্য যেকোন সংগঠনের মতই আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা দ্রুততার সাথে এবং প্রগতিশীলভাবে এমন এক উদ্দেশ্য নিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেটার মর্মার্থ সমগ্র বিশ্বেই শ্রুত হওয়া প্রয়োজন, আর সেটা হচ্ছে–'সবার জন্যে শান্তি ও ভালবাসা এবং কারো জন্যে ঘৃণা নয়'– এর বাণী"। মিঃ রেজা মরিদি বলেন ঃ "আমরা এতোটাই সৌভাগ্যবান যে, মুসলিম-বিশ্বে আজ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর মত একজন নেতা আছেন, যিনি মুসলিম-বিশ্বকে তার শিক্ষা, তার বই-পুস্তক, তার খুতবা এবং তার সাক্ষাত দ্বারা পরিচালনা করছেন। সব মানুষের জন্য তিনি শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার সমর্থন করেন, আর তার মত একজন নেতা পেয়ে আমরা কৃতার্থ"। অনুষ্ঠানটির আগে ও পরে হুযূর (আই.) মিঃ সার্বারা এবং মিঃ মরিদিকে ব্যক্তিগত সাক্ষাত দান করেন।

(১৪) ৪ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার সাসকাচিউন প্রদেশের রাজধানী-শহর রেজিনায় 'মাহ্মুদ মসজিদ'-এর উদ্বোধন করেন। সেখানে উপস্থিত হবার পর একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন এবং সর্বশক্তিমান খোদার প্রশংসায় নীরব-দোয়ার মাধ্যমে হুযূর (আই.) মসজিদটি দাপ্তরিকভাবে উদ্বোধন করেন।

এরপর হুযূর (আই.) নবনির্মিত এ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন, যার মধ্যে তিনি মসজিদগুলোর সত্যিকার এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরেন। অধিকন্তু,হুযূর (আই.) স্থানীয় সেসব আহমদীর প্রচেষ্টা ও কুবরানীর প্রশংসা করেন, যারা এ মসজিদটি নির্মাণে অর্থের জোগান দিয়েছেন এবং এমনকি এর বাস্তব-নির্মাণেও মহান ভূমিকা পালন করেছেন। হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন যে, মসজিদ নির্মাণে যে অর্থ খরচ হয়েছে, সেটা অনেকটাই স্থানীয়-আহমদীদের স্বেচ্ছা-কুরবানীর কারণে হয়েছে। এছাড়াও এটার নির্মাণে সর্বমোট যে 41500 man-hours খরচ হয়েছে, সেটা স্থানীয় আহমদীরা দান করেছেন।চরমপন্থী মুসলমানদের কাজের সাথে আহমদী মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ কাজের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ কতিপয় মুসলমান যে সময় বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে ব্যস্ত, তখন আহমদী মুসলমানরা খোদার ঘর তৈরী করতে তাদের সম্পদ ও সময় উৎসর্গ করছে। আহমদী মুসলমানরা কাজ করছে পবিত্র নবী (সা.)-এর কথা মত, যিনি বলে গেছেন যে, জীবনে যারা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করে, তারা বেহেশ্‌তে নিজেদের জন্যে একটি ঘর বানায়।হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন যে, আহমদী মুসলমানরা যেসব কুরবানী করছে, সেগুলো তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই করছে এবং ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত-ধারণা প্রচলিত আছে, সেগুলো মোচন করার জন্যেই করছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "আহমদী মুসলমানরা যেসব কুরবানী করছে, সেগুলো বিশ্বকে একথা জানানোর জন্যেই করছে যে, মসজিদ এবং ইসলামের শিক্ষা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে তো নয়ই, বরং সেগুলো হচ্ছে এজীবনে ও আখেরাতেও আমাদের নিজেদের জীবনকে উন্নত করা। সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসতে এবং তাঁর সৃষ্ট-জীবদেরকে ভালবাসতেই তারা মানুষকে আকৃষ্ট করে"।

হুযূর (আই.) মন্তব্য করেন যে, কানাডার আহমদী মুসলমানরা হোল খুবই ভাগ্যবান। কারণ, তারা এমনই এক দেশে বাস করে, যেখানে তারা মসজিদ নির্মাণ করতে এবং মুক্তভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে, অথচ পাকিস্তানে বসবাসরত আহমদী মুসলমানরা এমনটি করতে অক্ষম।

৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ-প্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার সাসকাচিউন প্রদেশের লয়েডস মিনিষ্টারে 'বায়তুল আমান' মসজিদের উদ্বোধন করেন। মসজিদে উপস্থিত হবার পর হুযূর (আই.) এ অনুষ্ঠানটির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ফলক উন্মোচন করেন এবং তারপর এক নীরব দোয়া পরিচালনা করেন।

এরপর এ মসজিদে হুযূর (আই.) মাগরিব ও এশা'র নামাযে ইমামতি করেন। পরের দিন, অর্থাৎ ৬ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে মসজিদটির উদ্বোধনীকে চিহ্নিত করতে বিশেষ এক অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে হুযূর (আই.) মূলবক্তব্য প্রাদন করেন। তার এ বক্তব্যে হুযূর (আই.) মসজিদ নির্মাণের আসল উদ্দেশ্য কি, তা বর্ণনা করেন এবং নতুন এ মসজিদটি যে কেবল সর্বশক্তিমান খোদার উপাসনারই স্থান নয়, বরং এটা যে সব মানুষের সেবা এবং প্রতিরক্ষারও উপায়, সে বিষয়ে বর্ণনা দান করেন।হুযূর (আই.) বলেন যে, এমন এক সময়ও ছিল, যখন ইসলামের ভয় ছিল সর্বব্যাপী। তখনও এটা ছিল খোলা-হৃদয় এবং অসাধারণ সাহসের এক প্রতীক, যাতে অতিথিরা ইসলামী কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারতো। মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন ঃ 'মস্ক' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মসজিদ', আর এর আক্ষরিক-অর্থ হচ্ছে- এমন এক স্থান, যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌-র ইবাদতের জন্যে মানুষ পূর্ণ-নম্রতা ও বিনয় সহকারে একত্রিত হয়। কোন মানুষ যদি এ নম্র ও ভদ্র রূহ্ সহ নিজকে এক অধম বিবেচনা করে কোন মসজিদে প্রবেশ করে, তবে সে অন্যদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করতে পারে না অথবা কোন অমিল কিংবা বিদ্বেষের কারণও হতে পারে না"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "একজন মুসলমান, যে বিনয়ের সাথে তার নামাজ আদায় করে, সে হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যে দয়ালু, যত্নশীল ও করুণাপূর্ণ, এবং যে অনৈতিকতা, বে-আইনী কাজ এবং সব ধরণের পাপ থেকে দূরে অবস্থান করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে। বিশৃঙ্খলা অথবা বিভেদ সৃষ্টি করার বদলে মসজিদগুলো হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের জন্যে লোকদেরকে অবনমিত অবস্থায় আনার একটি উপায়"। হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা আল মায়েদার ৩ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দান করেন, যাতে বর্ণিত আছে যে, "পবিত্র মসজিদে প্রবেশে বাধা দানের কারণে কোন জনগোষ্ঠীর সাথে সৃষ্ট তোমাদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমা-লঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযূর (আই.) বলেন,

"প্রাথমিক-যুগের সেসব মুসলমান, যারা নির্দয়ভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাদেরকেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদের সেসব নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোন জবাব দিতে কিংবা সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন, যদিও তারা তাদেরকে পবিত্র মসজিদ ক্বাবাঘরে, যেটা ইসলামে অতীব পবিত্র স্থান, সেখানে ঢুকতে বাধা প্রদান করেছিল"।হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "ফলত:, মুসলমাদের জন্যে পবিত্র কুরআন সহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার ও ক্ষমার নজির- বিহীন এক মান স্থাপন করেছে, যা মান্য করা তাদের জন্য জরুরী, যার মধ্যে তারা ন্যায়পরায়ণতা, অনুগ্রহ ও সততার সাথে কাজ করতে বাধ্য, যদিও তারা তেমন ব্যক্তিও হয়, যারা তাদের ধর্মীয়-স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে চায়। অতএব, এটা পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, সত্যিকার মসজিদগুলোকে ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই, সেসব মসজিদ প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা ঘৃণা প্রদর্শনের কোন স্থান নয় বরং সেগুলো হচ্ছে শান্তি, সমন্বয় এবং ঐক্যের গৃহ, যেগুলোকে কেবলই সর্বশক্তিমান খোদার ইবাদতের জন্যে তেরী করা হয়েছে"।

হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা-র ৩৭নং আয়াতেরও উল্লেখ করেন, যেটা মুসলমানদেরকে তাদের পিতামাতা, জ্ঞাতিবর্গ, অনাথ, অভাবীদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের আহ্বান জানায়। এ আয়াতের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন যে, মুসলমানদের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সমগ্র মানবজাতিকেই ভালবাসার মাধ্যমে সেবা দান করা, তা সে যে-কোন বর্ণ, গোত্র অথবা ধর্ম-মতেরই হোক না কেন। হুযূর (আই.) বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদগুলো বদান্যতার কুরআনী-রুহ-র প্রতিফলন ঘটায় এবং আমাদের মসজিদগুলো খোদার অধিকার ও বান্দার অধিকার আদায়ের দ্বৈত-উদ্দেশ্য পূরণে এবং মানবজাতির অধিকার পূরণের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন ঃ "আমাদের মসজিদগুলো নির্মিত হয়েছে মানুষদেরকে একত্রিত করতে এবং আমাদের প্রতিবেশীদের এবং স্থানীয়-সমাজের সেবা করতে। আমাদের মসজিদগুলো হচ্ছে সেই সংকেত-গৃহ, যা শান্তি, ভালবাসা এবং মানবতার আলো বিকিরণ করে। যেখানেই আমরা মসজিদ বানিয়েছি কিংবা আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেছি, সেখানেই স্থানীয়-লোকদের কষ্ট লাঘব করতে চেয়েছি, কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর অধিকার পূরণের কাজটি মানজাতির অধিকার পূরণের সাথে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 27 April, 2023 Issue No.17

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যবস্থাপনা আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে বাধা দিতে পারে না, নফল পড়া থেকে বিরত রাখতে পারে না, কুরআন পড়তে বাধা দিতে পারে না, আপনার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করতে বাধা দিতে পারে না, মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করতে বাধা দিতে পারে না। এই বিষয়গুলি যখন প্রকাশ্যে আসবে,তখন ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকলেও তার সংশোধন নিজে থেকেই হবে। আর এর মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে যারা আপনার সঙ্গ দিবে।

এমন পরিস্থিতি তৈরী হলে সদর জামাত কিম্বা জেনারেল সেক্রেটারী কিম্বা কিছু কিছু স্থানে সমস্যা সৃষ্টিকারী যারা রয়েছে, তারা উপলব্ধি করবে যে, পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হবে। তাই প্রথম পদক্ষেপ আপনাকেই নিতে হবে।

মুরুব্বী সিলসিলা ফারাসাত আহমদকে উদ্দেশ্য করে হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনি কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছেন। আপনাকে আবেগপ্রবণ হলে চলবে না। কারো কথা শুনে আবেগতাড়িত হওয়া এটা মুরুব্বীদের কাজ নয়।নিজেকে যখন উৎসর্গ করেছেন, তখন সব কিছু উৎসর্গ করতে হয়। নিজের সম্মানকেও বিসর্জন দিতে হয়। যেমনটি পঞ্জাবী পঙক্তি রয়েছে-

'ঝুটিয়াঁ ইজ্জতাঁ লবদা জেহড়া, আশিক নেহিঁ সোওদাঈ এ।'

অর্থাৎ, যে মিথ্যা সম্মান খুঁজে বেড়ায়, সে প্রেমিক নয়, উন্মাদ।

তাই প্রেমিক হতে গেলে এই সব বিষয় ত্যাগ করতে হবে। অতএব, আবেগপ্রবণ হবেন না। নিজের কাজকেই সব থেকে বেশি প্রাধান্য দিবেন। মানুষ এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে দোয়াও করবেন। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে তাদেরকে বোঝাতে থাকবেন, ব্যবস্থাপনার মধ্যে কিছু মানুষের দাপট দেখানোর বা অকারণ হস্তক্ষেপ করার এবং নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করার অভ্যাস থাকে। এমন মানুষও আছে যারা বোঝাতে চায় যে আপনি অনেক আনকোরা আর তারা অনেক অভিজ্ঞ। এমন মানুষদের সঙ্গে সুকৌশলে কাজ করতে হবে। লোকে বলুক, এটা কুটনীতি বা রাজনীতি। কিন্তু এটা রাজনীতি নয়, বরং প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল। প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় নিজের কাজ করে যেতে হবে আর নিজের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন তা অর্জনের চেষ্টা করুন। আপনি নিজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুসারে নিজের জন্য লক্ষ্য স্থির করুন। কিন্তু ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হওয়া টার্গেট যেন না হয়। নিজের জন্য বড় লক্ষ্য স্থির করুন এবং তা অর্জনের চেষ্টা করুন।

হুযুর আনোয়ার দু'একজন প্রবীন মুবাল্লিগদের কাছে জানতে চান যে, ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে কি কি সমস্যা দেখা যাচ্ছে?

মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, তাদের জন্য কখনও কোনও সমস্যা হয় নি। সমস্যা হলেও তা স্নেহ ভালবাসা দিয়ে সমাধান হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তরুণ মুবাল্লিগরা অনেক সময় উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনাদের এই উত্তেজনাকে সংযত রাখতে হবে। আপনারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য পদাধিকারীরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে নি। তাই জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে আপনাদেরকে অবশ্যই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আপনাদের সহ্য সীমা অন্যদের তুলনায় একটু বেশি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমি যা কিছু বলার ছিল তা বলে দিয়েছি। এখন যদি কারো মনে কোনও প্রশ্ন থাকে তবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এমনিতেও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন নিশ্চয় থাকবে না, থেকে থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের ধর্ম ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষা দান করে যে, আমাদের ইবাদত এবং আমাদের প্রার্থনগুলো মুল্যহীন, যদি আমরা আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে, তাদেরকে ভালবাসতে, সমর্থন করতে এবং লালন-পালন করতে ব্যর্থ হই"।

হুযূর (আই.) আফ্রিকার দাতব্য-প্রচেষ্টাগুলোর উদাহরণ দেন, যেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিস্কারপানির পাম্প, হাসপাতাল ও স্কুল তৈরী করে পরিস্কার পানীয়-জল এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের লোক-হিতকামী প্রচেষ্টগুলোর ইতিবাচক প্রভাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "কয়েক ঘন্টা ধরে মাথায় মাটির পাত্র বহন করার বদলে সেসব শিশু এখন সেইসব স্কুলে শিক্ষা লাভ করছে, যেগুলো আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠা করেছে। দারিদ্রের দাসত্ব-বন্ধন থেকে আমার তাদেরকে মুক্ত করতে চাচ্ছি এবং তাদেরকে নিজ পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি, যাতে তারা কেবল তাদের নিজ পরিবারকেই নয়, বরং তাদের জাতিগুলোর সেবা করতে পারে"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ

"এ ধরনের অসুবিধা-গ্রস্ত লোকদের কাঁধ থেকে হতাশার ভারী-বোঝা অপসারণ করতে পারাকে আমরা আমাদের সৌভাগ্য মনে করি। এটাই হচ্ছে খাঁটি-ইসলাম, যার মধ্যে সর্বশক্তিমান খোদার ইবাদত করার পাশাপাশি মুসলমানরা অন্যদেরকে আরাম দানের আন্তরিক চেষ্টা করে থাকে"।উপসংহারে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, স্থানীয় সেসব লোক, যারা মসজিদের পাশে বাস করে, তাদের শীঘ্রই এটা দেখতে আসা উচিত যে, নতুন এ মসজিদটি সমগ্র মানবজাতির জন্যে শান্তির এক কেন্দ্র বলে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) দোয়া করতে গিয়ে বলেন ঃ "আমি দোয়া করি যে, আমাদের প্রতিবেশীরা এবং বস্তুত সব সদস্যই দেখতে পাবে এবং নিজেরা এ সাক্ষ্য দান করবে যে, এ মসজিদটি হচ্ছে স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের পক্ষ থেকে বদান্যতা, যত্ন এবং সুবিবেচনার সর্বোচ্চমানের এক প্রতীক। আর আমি দোয়া করি যে, আমরা যেন কখনো কারো জন্যে ব্যথা অথবা উদ্বেগের কারণ না হই। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, স্থানীয় আহমদীরা এর ওপর কাজ করবেন এবং নিঃস্বার্থভাবে ও খোলা মনে মানবতার সেবা করার প্রয়াস পাবেন"।মূল-বক্তৃতা প্রদানের আগে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার প্রেসিডেন্ট জনাব মালিক লাল খান কর্তৃক এক স্বাগত-ভাষণ দান করা হয়, যার পর লয়েড মিনিষ্টারের নির্বাচিত মেয়র মিঃ জেরার্ড আলবার্স তার মন্তব্য প্রদান করতে গিয়ে হুযূর আকদাস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)কে তার শহরে স্বাগত জানান। এরপর আরো ক'জন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা মঞ্চে আরোহন করে তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের মধ্যে সাসকাচ্যুন প্রদেশের এম এল এ মিঃ কলিন ইয়ং বলেন ঃ

"হুযূর, আপনার পরিচালনাধীন আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমাদের এ প্রদেশে এবং আমার নির্বাচনী এলাকায় মানবসেবায় কিভাবে নিয়োজিত আছে, সেটা আমরা দেখি ও অনুভব করি। কানাডায়, বিশেষ করে সাসকচ্যুনে আমরা 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে,–আপনাদের এ দর্শনটি শেয়ার করি"।সাবেক ফেডারেল মিনিষ্টার অব ইন্টিগ্রেশন ও ডিফেন্স মিঃ জেসন কেনি বলেন ঃ "কানাডার আহমদীয়া মুসলিম জামাত হচ্ছে এমন একটি জামাত, যেটা কানাডীয় বহুত্ববাদের আদর্শের মধ্যে এর ধর্মবিশ্বাস লালনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার এক আদর্শ-জামাত বটে। এ জামাতটি হচ্ছে পুরোপুরি ভাবে মুসলিম এবং পূর্ণভাবেই কানাডীয়, আর তাই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নবাগতদের জন্যে এক বিস্ময়কর উদাহরণও বটে"।

সাবেক রাজনীতিবিদ এবং বর্তমানে সুপরিচিত এক রেডিও টক শো-র হোষ্ট মিঃ জন গর্মলি বলেন ঃ "সাম্প্রদায়িক প্রসারতার দিক থেকে, পৌর/রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার দিক থেকে এবং সমৃদ্ধতর এক কানাডা তৈরী করার ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জাতীয় কার্যক্রমটি হচ্ছে আমাদের জন্যে সম্পূর্ণরূপে এক অনুপ্রেরণার বিষয়"।

সংবর্ধনার আগে ও পরে হুযূর (আই.) বেশ ক'জন অতিথিকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দান করেন এবং স্থানীয় সংবাদ-

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir